স্বর্ণ সম্ভার
২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর
(প্রতিদিন দোকান খোলা)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
গৌরবের ৬৬ তম বছর
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
অনলাইন সংস্করণ : www.jagarandaily.com

সিস্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 4 October, 2019 ■ আগরতলা, ৪ অক্টোবর, ২০১৯ ইং ■ ১৬ আশ্বিন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বাংলাদেশের সাথে রাজ্যের যোগাযোগ ও বাণিজ্য নিয়ে হাসিনা-বিপ্লবের বৈঠক দিল্লীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের মধ্যে যোগাযোগ ও আমদানী রপ্তানী বাণিজ্য নিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আলোচনা করেছেন। তাতে তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি বিবেচনা করার অনুরোধ জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর সূত্রে খবর আলোচনা ইতিবাচক হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিমন্ত্রনে বৃহস্পতিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব পাড়ি দেন দেশের রাজধানী নয়া দিল্লীতে। সেখানে পার্শবর্তী দেশ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী প্রায় দেড় ঘন্টা বৈঠক করেন।

এই সুদীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বিভিন্ন বিষয়ে উন্নতির জন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর সামনে বিভিন্ন বিষয় উত্থাপন করেন। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ ও ব্যবসা বাণিজ্যকে আরও সরল করার লক্ষ্যে এই বৈঠকে অনুরোধ করেন। পাশাপাশি আগরতলা আর ঢাকার মধ্যে বিমান পরিষেবা চালু করার জন্য বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

এই অনুরোধে শেখ হাসিনা সহমত প্রকাশ করেছেন এবং এই বিষয় বিবেচনা করবেন বলে জানিয়েছেন। উভয়ের মধ্যে আন্ত রাষ্ট্র গাড়ি চলাচলের জন্য সাময়িক পারমিট সহ বিবিআইএন নাম্বার প্রদানের বিষয়েও ইতিবাচক কথাবার্তা হয়। শেখ হাসিনা জানিয়েছেন যে ভারত-বাংলাদেশ এর মধ্যে আসন্ন বৈঠকে যে চুক্তিগুলি হবে তার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

হাইকোর্টেও নিরাশ চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। উচ্চ আদালতেও নিরাশ হয়ে ফিরলেন ১০,৩২৩ চাকরিচ্যুত শিক্ষক। তাঁরা ২০২০ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত অ্যাডহক শিক্ষক হিসেবেই নিযুক্ত থাকবেন। এর পর তাঁদের চাকরি থাকছে না। বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের রায়ে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের জীবনে অন্ধকার নেমে আসবে, তা নিশ্চিত হয়ে গেছে।

পাঁচ বছর ধরে ওই শিক্ষকদের নিয়ে টানাপোড়েন চলছে। ২০১৪ সালে ত্রিপুরা হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি দীপক গুপ্তা শিক্ষক নিয়োগে প্রক্রিয়া বাতিল করে দিয়েছিলেন। কারণ, চাকরিতে বঞ্চনা করা হয়েছে, এই অভিযোগ এনে শিক্ষক নিয়োগে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে উচ্চ আদালতে জনৈক তন্ময় নাথ ও অন্যান্যরা মামলা করেছিলেন। ওই মামলায় উচ্চ আদালত অস্নাতক, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষক নিয়োগে ১০,৩২৩ শিক্ষকের চাকরি বাতিল করেছিল। নিয়োগ নীতিতে গলদ রয়েছে, এই কথা বলে আদালত নতুন নিয়োগ নীতি প্রণয়নের নির্দেশ দিয়েছিল।

এর পর ত্রিপুরা সরকার ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছিল। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায়ই বহাল রাখে। তবে, ত্রিপুরা সরকারের আবেদনে ২০২০ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত তাদের অ্যাডহক ভিত্তিতে চাকরিতে বহাল রাখার সুযোগ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। সাথে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে আর কোনও আবেদন করা যাবে না।

এরই মধ্যে চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা সুপ্রিমকোর্টের দ্বারস্থ হন। কিন্তু সুপ্রিমকোর্ট তাঁদের আবেদন শুনতে রাজি হয়নি। মূলত, ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায়ের অনুচ্ছেদ ১২৬ নিয়ে যাঁরা মামলায় পক্ষভুক্ত হয়েছেন কেবলমাত্র তাঁদের চাকরি বাতিল হয়েছে, বাকিদের চাকরি সুরক্ষিত রয়েছে, এ-বিষয়ে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের একাংশ মামলা করেন। কিন্তু সুপ্রিমকোর্ট তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়ায় তাঁরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। কিন্তু দীর্ঘ শুনানি শেষে আজ ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের মুখ্য বিচারপতি সঞ্জয় কারোল এবং বিচারপতি অরিন্দম লোধের ডিভিশন বেঞ্চ সুপ্রিম কোর্টের রায় বহাল রাখেন এবং তাঁদের আবেদন খারিজ করে দেন। শুধু তা-ই নয়, ত্রিপুরা সরকার সুপ্রিম কোর্টের আদেশ পালনে বাধ্য সে-কথাও বেঞ্চ মনে করিয়ে দিয়েছে।

উচ্চ আদালত রায়ে বলেছে, সুপ্রিমকোর্ট এ সংক্রান্ত মামলায় এই সিদ্ধান্ত দিয়ে ফেলেছে। সেক্ষেত্রে নতুন করে কোন রায় দেওয়ার এক্তিয়ার নেই উচ্চ আদালতের। আদালত আরও বলেছে, সুপ্রিমকোর্টের রায়ের ভিত্তিতে এখন কেবলমাত্র রাজ্য সরকার এ বিষয়ে ভাবতে পারবে। সাথে আদালত আরও বলেছে, রাজ্য সরকারের উচিত সুপ্রিমকোর্টের রায় কার্যকর করা। কারণ, সংবিধান মেনে রাজ্য সরকার সুপ্রিমকোর্টের রায় মানতে বাধ্য। পাশাপাশি, আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে এই রায়ের রিভিউ করার ব্যাপারে এখন আর কোনও এক্তিয়ার নেই মামলাকারীদের। তাতে স্পষ্ট, ১০৩২৩ চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের অ্যাডহক ভিত্তিতে শিক্ষকতার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশের রেল মানচিত্রে জুড়ল সাব্রুম, শুরু ডেমো ট্রেন পরিষেবা

পাঁচ বছরে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছে ত্রিপুরা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। দেশের রেল মানচিত্রের সাথে জুড়ল সাব্রুম। ত্রিপুরার সর্বশেষ প্রান্তে রেল পৌছে যেতেই মানুষের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দ্বিগুণ মাত্রা পেয়েছে। সেই অনুভতি দুর্গোৎসবের আনন্দকেও দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। একই সাথে ত্রিপুরায় ডেমু ট্রেন পরিষেবাও শুরু হয়ে গেছে। ফলে, দুর্গোৎসবের সূচনালগ্নে ভারতীয় রেলের জোড়া উপহারে স্বাভাবিকভাবেই ত্রিপুরাবাসী ভীষণ আনন্দিত। বৃহস্পতিবার আগরতলা রেল স্টেশনে সবুজ পতাকা নেড়ে আগরতলা-সাব্রুম এবং আগরতলা-ধর্মনগর ডেমু ট্রেন পরিষেবার সূচনা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

আজকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পরিবহণমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল, বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, বিধায়ক মিমি মজুমদার, বিধায়ক সুধন দাস, বিধায়ক প্রভাত চৌধুরী, মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরুলু, পরিবহণসচিব এল ডারলং, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জিএম সঞ্জীব রায়-সহ শীর্ষ আধিকারিক প্রমুখ।

প্রসঙ্গত, ২০০৮ সালে মিটার গেজে ভারতের রেল মানচিত্রের সাথে যুক্ত হয়েছিল ত্রিপুরা। তার পর দীর্ঘ ৮ বছর লেগেছে মিটারগেজ থেকে ব্রডগেজে রূপান্তর হতে। ২০১৬ সাল থেকে ত্রিপুরায় এক্সপ্রেস ট্রেন শুরু হয়েছে। দূরপাল্লার ট্রেন পরিষেবায় রাজধানী-সহ একাধিক এক্সপ্রেস ট্রেন ত্রিপুরা থেকে যাত্রী পরিবহণ শুরু করেছে। বর্তমানে দিল্লি ছাড়াও সদূর দক্ষিণ ভারতের সাথে ত্রিপুরার সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। এখন লোকাল ট্রেন পরিষেবায় জুড়লো রাজ্য।

এদিকে, আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যন্ত দূরত্ব আড়াই ঘণ্টায় অতিক্রম করবে ডেমু ট্রেন। তেমনি আগরতলা থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রম করতে ডেমু ট্রেনে সময় লাগবে সোয়া তিন ঘণ্টা। আপাতত, ধর্মনগর-সাব্রুম লাইনে ১ জোড়া এবং আগরতলা-সাব্রুম লাইনে ৩ জোড়া ট্রেন চালাচল করবে। প্রতিটি ডেমু ট্রেনে ১০টি করে কামরা রয়েছে। তার মধ্যে একটি শুধু মহিলা যাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। আগামীকাল থেকে আগরতলা-বিলোনিয়া দুই জোড়া লোকাল ট্রেন বাতিল করেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। আজ দুপুর সোয়া একটায় দুটি ট্রেনের সূচনা হয়েছে।

এদিকে, রাজ্যে সূচনা হল ডেমু ট্রেনের। সাথে সাব্রুমও জুড়ে গেল রেল মানচিত্রে। এতে উৎফুল্লিত মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, ২০১৪ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার এখন পর্যন্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চালু হতে যাচ্ছে উড়ালপুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর ।। চালু হতে যাচ্ছে উড়ালপুল। সম্ভবত, সপ্তমির সকালে রাজ্যবাসীর জন্য খুলে যাচ্ছে উড়ালপুলের দ্বার। তবে, আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জানিয়েছেন, উড়ালপুল চালু করার সময় হলে তা সকলকে জানানো হবে। ফলে, উড়ালপুল চালু নিয়ে সংশয় থাকলেও, ওই উড়ালপুলে শেষ তুলির টান দেওয়ার কাজ চলছে জোর কদমে।

রাজ্যে একমাত্র উড়ালপুলটি চালু হওয়ার অধীর আগ্রহে রয়েছেন রাজ্যবাসী। নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে অনেক দিন আগেই। শুধু তাই নয়, বহিঃরাজ্যের সংস্থাদের নির্মাণ কাজ ত্রুটিহীন সেই সংশাপত্রও রাজ্য সরকারের হাতে এসেছে। কিন্তু, ওই উড়ালপুল নির্মাণের অনিয়মের অভিযোগের কারণে জটিলতা দেখা দিয়েছে।

দুর্গোৎসবকে ঘিরে আগরতলায় প্রচুর ভিড় হতে পারে সেই আশঙ্কা উড়িয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ নিগমের অফিসে ধর্ণা বাম ছাত্র যুবদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর ।। শারদোৎসবে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা অক্ষুন্ন রাখার দাবিতে ৪টি বাম ছাত্র যুব সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে বৃহস্পতিবার বিদ্যুৎ নিগমের আধিকারিকের অফিসের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়। ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক নবারুন দে বিক্ষোভ চলাকালে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যেখানে মিথ্যা কথা বলেন, সেক্ষেত্রে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বিদ্যুৎ মন্ত্রী সত্য কথা বলছেন তা তারা বিশ্বাস করতে পারছেন না। সে কারণেই বিদ্যুৎ মন্ত্রীর উপর আস্তা হারিয়ে তারা বিদ্যুৎ নিগমের অফিসের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করে শারদোৎসবে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা অব্যাহত রাখার দাবি জানিয়েছেন।

রাজ্যে রেলের সাম্রাজ্য বিস্তারের কৃতিত্ব জোট সরকারকে দিতে নারাজ মানিক দে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর ।। রাজ্যে রেলের সাম্রাজ্য বিস্তারের পুরো কৃতিত্ব বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারকে দিতে নারাজ প্রাক্তন পরিবহন মন্ত্রী মানিক দে। তাঁর দাবি, সাব্রুম পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণ এবং ডেমো ট্রেনের পরিকল্পনা বামফ্রন্ট আমলেই সূচনা হয়েছিল। তাঁর আরও দাবি, রাজ্যে রেল পরিষেবার বিস্তারে রাজ্যবাসীরও যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাক্তন পরিবহন মন্ত্রী বলেন, সাব্রুম পর্যন্ত রেল লাইনের অনুমোদনের জন্য ১৯৯৬ সালে তদানিন্তন বামফ্রন্ট সরকারের তরফে দিল্লির কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। এ বিষয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবেগৌড়ার সাথে কথা হয়েছিল। কিন্তু, রেলের অগ্রগতি খুবই ধীরলয়ে হয়েছে। তাই, রাজ্যে রেল অনের বিলম্বে এসেছে। তিনি বলেন, ইউপিএ সরকারের আমলেই ত্রিপুরায় রেল সংযোগে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, কার্যকরের ক্ষেত্রে অনেকটাই বিলম্ব হয়েছে।

মানিক দে বলেন, বামফ্রন্ট সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ত্রিপুরায় প্রথম মিটার গেজ ট্রেন ২০০৮ সালে এসেছে। তাঁর দাবি, এরপর থেকে ধারাবাহিক ভাবে কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টি করে রেল লাইনের রূপান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এদিন তিনি বলেন, বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই মিটার গেজ থেকে ব্রজগেজে রূপান্তর হয়েছে। শুধু তাই নয়, আগরতলা রেল স্টেশনে ডেমো ট্রেনের জন্য সেড নির্মাণ বামফ্রন্ট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শরণার্থী শিবির থেকে মিজোরামে ফিরলেন ৪৬ পরিবারের ২৩৩জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। শুরু হল রিয়াং প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া । দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষে ত্রিপুরার বিভিন্ন শিবিরে আশ্রিত রিয়াং শরণার্থীদের মধ্যে ৪৬ পরিবারের ২৩৩ জন মিজোরামে আজ ফিরে গেছেন। তাদের এই প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া নিয়ে এদিন (বৃহস্পতিবার) সকাল ৯-টা পর্যন্ত সংশয় ছিল। তবে সকাল ১১টা থেকে তারা মিজোরামের উদ্দেশে রয়ওনা হন। মিজোরামের লুংলেই জেলায় নিজেদের গ্রামে ফিরে গিয়েছেন তাঁরা।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৭ সালে জাতিদাঙ্গার শিকার হয়ে মিজোরাম থেকে রিয়াংরা ত্রিপুরায় আশ্রয় নেন। কাঞ্চনপুর এবং পানিসাগর মহকুমার ছয়টি শিবিরে তারা এতকাল ধরে শরণার্থীর জীবনযাপন করছিলেন। ইতিপূর্বে একাধিকবার রিয়াং শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনের প্রক্রিয়া নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রতিবারই প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া ভেস্তে গিয়েছে। মূলত, ব্রু নেতাদের বিভিন্ন দাবি পূরণের অজুহাতে রিয়াং শরণার্থী প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া বারবার ভেস্তে গিয়েছে। কিন্তু এখন কেন্দ্রীয় সরকার তাদের প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া নিয়ে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে। মিজোরামে ফিরে না গেলে ত্রিপুরায় আশ্রিত রিয়াং শরণার্থীদের রেশন বন্ধ করে দেওয়া হবে বলেও সতর্ক করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তবে, মিজোরামে ফিরে গেলে তাদের অন্ন এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

কেন্দ্রীয় প্রতিশ্রুতি মোতাবেক জমি, এককালীন ৫ লক্ষ টাকা এবং দু বছরের জন্য বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হবে ওই রিয়াং শরণার্থীদের। কিন্তু, তাতেও সংশয় দেখা দিয়েছিল রিয়াং শরণার্থী প্রত্যাবর্তনে। এরই মধ্যে মিজোরাম সরকার রিয়াং শরণার্থীদের শনাক্তকরণ প্রক্রিয়াও সম্পন্ন করে। কিন্তু, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পর্যাপ্ত জমির ব্যবস্থা করা হচ্ছে না, এই অভিযোগে ব্রু নেতারা মিজোরামে ফিরে যেতে চাইছিলেন না।

তবে, নির্দেশিকা মোতাবেক প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ১ অক্টোবর থেকে প্রত্যাবর্তন শুরু হওয়ার নির্দেশিকা থাকলেও আজ ৩ তারিখ থেকে তা শুরু হয়েছে। তাদের মিজোরামে ফিরে নিয়ে যেতে ওই রাজ্যের সরকার পরিবহণ ব্যবস্থাও করেছে। গতকাল রাতেই তাদের জন্য প্রয়োজনীয় গাড়ির বন্দোবস্ত করে রেখেছিল মিজোরাম সরকার।

আজ হাজাছড়া শিবির থেকে ৩৬ পরিবারের ১৮৩জন, নাইসিংপাড়া শিবির থেকে ৪ পরিবারের ২৩জন এবং কাজকাও শিবির থেকে ৬ পরিবারের ২৭ জন রিয়াং শরণার্থী মিজোরামে ফিরে গেছেন। মোট ২৩৩ জন মিজোরামে ফিরেছেন। এই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে তিন দাগী বাইক চোরকে গণধোলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর ।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার ধলেশ্বরের ব্লু-লোটাস ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় তিন দাগি বাইক চোরকে আটক করে উত্তমমধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন স্থানীয়রা। ধৃতরা হল সুয়েলরানা, সুভাষ এবং অনিমেষ মজুমদার। তাদেরকে বৃহস্পতিবার আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলি এলাকার চোরের দৌরাত্ম্য মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাইক চোর চক্রও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বুধবার সন্ধ্যার পর ধলেশ্বরের ব্লু-লোটাস ক্লাবের পূজা প্যাণ্ডেলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরপরই সেখান থেকে বাইক চুরির ছক কষেছিল চোরেরা। তিন দাগি বাইক চোর একটি বাইকে করে এসে ঘুরাফেরা করছিল। তখনই স্থানীয়রা তাদেরকে আটক করে উত্তমমধ্যম দেয়। তাদের কাছে বাইকের তালা কাটার যন্ত্রপাতি সহ অন্যান্য জিনিসপত্র মিলেছে। তাদেরকে উত্তমমধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পূর্ব থানার ওসি জানান, সাদা পোশাকের পুলিশ শিবনগর, ধলেশ্বর এলাকায় বাইক নিয়ে টহল দেবার সময় তাদের গতিবিধির দিকে নজর রাখছিল।

এরই মধ্যে ব্লু লোটাস ক্লাবের সামনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুজোর দিনগুলিতে অতিরিক্ত ট্রেন পরিষেবা স্টেশনে থাকবে বাস সার্ভিসও ঃ পরিবহণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। রাজ্যে আজ থেকে ডেমি লোকাল ট্রেন পরিষেবা চালু হয়েছে । তাই, শারদোৎসবের তিনদিন অর্থাৎ সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে নির্ধারিত পরিষেবার বাইরে আরও বাড়তি লোকাল ট্রেন পরিষেবা চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার । বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথা জানিয়েছেন পরিবহণমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়। সাথে তিনি যোগ করেন, বাধারঘাট এবং যোগেন্দ্রনগর রেল স্টেশনে টিআরটিসি-র বাস সার্ভিস চালু থাকবে পূজার তিনদিন।

এদিন তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের ইচ্ছাতেই পরিবহণ দফতর উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে পুজোর সময় এই বাড়তি পরিষেবা চালু করার প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন । কারণ, বর্তমান রেল পরিষেবার সাথে ডেমু লোকাল ট্রেন পরিষেবা চালু হওয়ায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ সহজভাবে যাতায়াতের সুযোগ নিতে পারবেন । তাই শারদোৎসবের তিনদিন যাত্রীসাধারণের যাতায়াতের ক্ষেত্রে আরও অধিক পরিষেবা দিতে চাইছে সরকার । এজন্য আরও তিনটি বাড়তি লোকাল ট্রেন চালু করার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে, বলেন তিনি ।

পরিবহণ মন্ত্রীর দাবি, ধর্মনগর থেকে বিকাল ৫-টা ৪৫ মিনিটে আগরতলার উদ্দেশ্যে একটি ট্রেন, আবার আগরতলা থেকে সকাল ৫-টায় ধর্মনগরের উদ্দেশে একটি ট্রেন এবং সাব্রুম থেকে রাত ১০টায় আগরতলার উদ্দেশ্যে একটি ট্রেন, মোট এই তিনটি বাড়তি ট্রেন চালানোর জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। এছাড়া বর্তমানে ডেমু ট্রেন-সহ অন্যান্য যে-সব রেল পরিষেবা রয়েছে তা তো থাকবেই, দাবি করেন তিনি ।

তিনি জানান, আগরতলা ও যোগেন্দ্রনগর রেলস্টেশন থেকে বাস মঠচৌমুহনি হয়ে পুরনো জেলখানার মাঠে এসে থামবে । আবার বাধারঘাট স্টেশন থেকে বাস নাগেরজলা বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ৩ ▫ ৪ অক্টোবর ২০১৯ ইং ▫ ১৬ আশ্বিন ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

বুদ্ধের দেশে হিংসার আগুন

অহিংসার পুজারী জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে ক্ষমতাসীন বিজেপি সহ বিরোধী কংগ্রেস স্মরণ করিল। দোসরা অক্টোবর বাপুজীর জন্মদিন পালিত হইয়াছে নানা অনুষ্ঠানে। বিরোধী কংগ্রেস এইবার নজর কাড়া শোভাযাত্রা ইত্যাদি সম্পন্ন করিয়াছে। ক্ষমতাসীন বিজেপি জাতির জনককে অনেক বেশী শ্রদ্ধায় স্মরণ ও শ্রদ্ধা জানাইয়াছে। বাপুজির জন্মদিনে মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী এই শহর আগরতলাতে সাফাই অভিযানে সামিল হইয়াছেন। গান্ধীজির প্রতি বিজেপি ও কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা অনেক বেশী শ্রদ্ধাশীল। বামপন্থীরা গান্ধীজিকে আগে তেমন আমল দিতেন না। ইদানিং খানিকটা নরম মনোভাব দেখা যাইতেছে। বিশ্ব জুড়িয়া আজ গান্ধীজির অহিংসার নীতিকে আমন্ত্রণ জানানো হইতেছে। সারা বিশ্বেই তো আজ হিংসার উন্মত্ততা। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনায় তো গান্ধীজির বিতর্কীত অবস্থান লক্ষ্য করার মতো। কংগ্রেস রাজনীতিতেও তিনি ছিলেন গোষ্ঠীবাজীর মদতদাতা। কংগ্রেস সভাপতি পদে সুভাষচন্দ্র বসু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু, গান্ধীজির পছন্দের ছিলেন সীতারামাইয়া। তিনি বলিয়াদিলেন সীতারামাইয়ার পরাজয় তো আমারই লড়াই। সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে গান্ধীজির বিরোধ কংগ্রেসকে দূর্বল করিয়াছে। সুভাষ বুঝিয়াছিলেন যে, শুধু অহিংসার মন্ত্রে স্বাধীনতা মিলে না। প্রয়োজন সশস্ত্র আক্রমণ। সুভাষচন্দ্র সেই পথেরই অনুসারী হইলেন। গান্ধীজি ও সুভাষচন্দ্রের দ্বন্দ্ব বাড়িয়াই চলিল। কংগ্রেস ছাড়িলেন সুভাষ এবং পাড়ি দিলেন বিদেশে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তখন দ্বিধা বিভক্ত বিশ্ব। নেতাজী সুভাষ জাপানে আজাদ হিন্দ বাহিনীর নেতৃত্ব নেন। তখনই তাঁহাকে নেতাজী বলিয়া অভিষিক্ত করা হয়। আক্রমণ ভারতে ইংরেজ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে। কিন্তু জাপান কথা রাখে নাই। রসদ ফুরাইয়া যায়। ক্ষুধার্ত বাহিনী শক্তি হারায়। নাগাল্যান্ডের কোহিমা পর্য্যন্ত এই বাহিনী অগ্রসর হইয়াছিল। সেখানেই এই বাহিনী পর্য্যুদস্ত হয়। নেতাজী বিশ্বাস করিতেন সশস্ত্র যুদ্ধ বা লড়াই ছাড়া স্বাধীনতা মিলিবে না। গান্ধীজির অহিংসার পুজারী ছিলেন। নেতাজী সুভাষ বলিতেন 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।' একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারত হইতে বৃটিশদের উৎখাত করিতে আজাদ হিন্দ বাহিনীর অভিযান ও স্বাধীনতা লাভের পথকে প্রশস্ত করে। গান্ধীজির অহিংসা আন্দোলনও নেতাজীর সশস্ত্র লড়াই'র ঘটনাই ভারতের মুক্তির পথ আনিয়া দিয়াছিল।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাষ্ট্রসংঘে ঐতিহাসিক ভাষণে অহিংসার উপরই জোর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ভারত যুদ্ধ চায় না। ভারত পৃথিবীময় বুদ্ধ দিয়াছে। ভারতের আত্মাই তো লুকাইয়া আছে অহিংসার মাঝে। এই ভারতেই জন্মাইয়াছেন ভগবান বুদ্ধ। যিনি অহিংসার মন্ত্র ছড়াইয়াছেন। বিশ্বময় তিনি শান্তির বার্তা দিয়াছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আছেন অগণিত বুদ্ধ ভক্ত। 'বুদ্ধং শরণম গচ্ছামি'র মন্ত্র আছে বিশ্বকে পথ দেখাইয়াছে। তবু, হিংসার আগুনে অনেকেই পুড়িয়া মরিতেছেন। আজ তো চারিদিকে শুধু হিংসা আর হিংসা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তো ভয়ানক অবস্থা। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা, তাহাদের উপর হামলা চালাইয়া সাবুদ করার ঘটনাগুলি তো আমাদের লজ্জা। লজ্জা এই কারণে যে, আমরা তো গান্ধীজি, ভগবান বুদ্ধ, সম্রাট অশোকের দেশের মানুষ। আমাদের দেশ তো শান্তির পুজারী। কিন্তু, সেখানে কি তাহার কানাকড়িও মূল্য আছে? ক্ষমতা দখলে যেখানে হিংসা সেখানে হিংসার বিরুদ্ধে লড়াই করিবে কে? আজ প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল যেন হিংসায় উন্মত্ত। এক দল আরেক দলের কর্মীদের উপর হামলা করিতেছে। রক্ত ঝরিতেছে। প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক খুনোখুনির ঘটনা ঘটিতেছে বিভিন্ন রাজ্যে। যাঁহারা বুদ্ধ, গান্ধীজির মহিমা প্রচার করিতেছেন তাহারা নিজেদের জীবন কোনপথে চালিতে করিতেছেন? গান্ধীজি বলিয়াছেন 'আমার জীবনই আমার বাণী'। আজ যাহারা গান্ধী ভক্ত বলিয়া নিজেদের তুলিয়া ধরিতেছেন তাহাদেরকেই দেখা যায় হিংসার আগুন জ্বালাইতে। গান্ধী ভক্তরাই মুখেই অহিংসার প্রে দেখাইয়া রাজনীতির সুবিধা ঘরে তুলিতে চান। এই দ্বিচারিতাই তো আজ সগৌরবে চলিতেছে। নেতারা জনসাধারণের সামনে যাহা বলিতেছেন বাস্তবে জীবনে কি তাহা মানিয়া চলেন? না, বাস্তব অভিজ্ঞতা বড়ই বেদনার। গালভরা প্রতিশ্রুতি এবং মিথ্যার বেসাতিই তো আজ রাজনীতির অলংকার। যে নেতা যত বেশী মিথ্যাচারী তিনিই যেন রাতারাতি ক্ষমতার শীর্ষে আরোহন করেন। শুধু ত্রিপুরা নহে গোটা দেশ জুড়িয়াই মিথ্যাচারী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীদের জয়জয়কার লক্ষ্য করা যাইতেছে। এইভাবে, কতকাল মানুষ চোখ বুজিয়া সহ্য করিয়া যাইবে? ক্ষমতাধরদের তৈলমর্দন করিয়া কতদিন মানুষ বাঁচিবার চেষ্টা করিবে?

আজ সময় আসিতেছে, ইতিহাস একদিন বিচার করিবেই। কংগ্রেস দীর্ঘকাল গান্ধীজির নাম বেচিয়া চলিয়াছে। সেই গান্ধীকে কংগ্রেস তেমন ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। কিন্তু, দল হয়ত ভাবিয়াছে গান্ধীর নাম ভাঙ্গাইয়া দল বাঁচানো যায় কিনা। আর সম্ভবত এজনই গান্ধী নিয়া মাতিবার চেষ্টা লক্ষ্য করা যাইতেছে। কিন্তু, গান্ধীকে তো নিয়া গিয়াছে বিজেপি। গান্ধীজি ছিলেন কংগ্রেস। কংগ্রেস ছিলেন বল্লভভাই প্যাটেল। প্যাটেলের জন্য তো কেন্দ্রের মোদি সরকার দুইহাত উজার করিয়া দিয়াছে। এই প্যাটেলও তো লৌহমানব। সেই সময় প্যাটেল না থাকিলে ভারতের ইতিহাস অন্যরকম লিখা হইত। কংগ্রেস ছিলেন বলিয়া গান্ধীজি ও প্যাটেলকে বিজেপি দূরে সরাইয়া দেয় নাই। এই উদারতাকে নিশ্চয় কুর্নিশ করিতে হইবে। কিন্তু, মূল প্রশ্ন হইল গান্ধীজির অহিংসার কদর আজ কতখানি? যেন মনে হইতেছে 'চারিদিকে নাগিনীরা ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস। সত্যের পথ, ন্যায়ের পথই তো সঠিক পথ। কিন্তু, রাজনীতির করাল গ্রামে সত্য ও ন্যায়ের পথ কন্টকে নিমজ্জিত। তবু, আজ একথা খুব জোরের সঙ্গেই বলা যাইতে পারে গান্ধীজি আজ আমাদের জীবনে অনেক বেশী প্রাসঙ্গিকতা পাইতেছে। তাহাকে খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই।

মেট্রো প্রকল্প ও হাসপাতালের উদ্বোধন করলেন দুই প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর (হি.স.) : বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী প্রবীন্দ্র জাগরনাথ যৌথভাবে ভারতের সহযোগিতায় সমাপ্ত দুটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। দুই প্রধানমন্ত্রী মরিশাসে মেট্রো এক্সপ্রেসের প্রথম পর্যায় এবং ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে একটি ইএনটি (কান, নাক, গলা) হাসপাতালের উদ্বোধন করেছেন।

এই উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, উভয় দেশই প্রাণবন্ত গণতন্ত্র এবং জনগণের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির পাশাপাশি বিশ্ব শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট। এই উন্নয়ন প্রকল্প দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে নতুন অধ্যায় যুক্ত করল। মেট্রো পরিষেবা দূষণমুক্ত সময় সাশ্রয়ী ও পরিবহনের দক্ষ ব্যবস্থা হিসাবে প্রমাণিত হবে। অর্থনৈতিক কর্মসূচির বৃদ্ধি এবং পর্যটনকেও উৎসাহিত করবে। নতুন নির্মিত ইএনটি হাসপাতাল মরিশাসের লোকদের উচ্চস্তরের চিকিৎসা প্রদান। মরিশাসের উন্নয়ন প্রকল্পগুলিতে জড়িত থাকতে পেরে ভারত গর্বিত।

মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী প্রবীন্দ্র জাগরনাথ তার ভাষণে জানিয়েছেন, তাঁর দেশ ভারতের সহযোগিতা ও সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞ। মরিশাস নিজের উন্নয়নের জন্য ভারত মাতার আশীর্বাদ চায়।

ভারত মহাসাগরে অবস্থিত মরিশাস দেশটিতে হাসপাতাল ও আবাসিক প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করছে ভারত। মরিশাসের উন্নয়নে পাঁচটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ভারত তিন কোটি ৫৩ লক্ষ ডলার দিয়েছে।

ইমরানের নাটক ভেস্তে দিল ভারত

অপূর্ব দাস

স্থান একই আছে, রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশ। বদল হয়েছে কাল, ইতিমধ্যে কেটে গেছে পাঁচ পাঁচটা বছর। পাত্র পাল্টেছে, নওয়াজ শরিফের জায়গায় এসেছেন ইমরান খান। কিন্তু পট বা বিষয় পরিবর্তন হয়নি যুযুধান দুই প্রতিবেশী দেশ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে। বিষয় সেই কাশ্মীর। একদিকে কাশ্মীর কেন্দ্রিক পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদে সক্রিয় মদত। অন্যদিকে সন্ত্রাসের মোকাবিলা করে পাকিস্তানকে সজ্ঞানে ফেরানোর চেষ্টা ভারতের। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৪-তে রাষ্ট্রসংঘে প্রথম দফার ভাষণে সাফ জানিয়ে দেন, সন্ত্রাস ও আলোচনা একসঙ্গে চলতে পারে না। পাঁচ সাল পরে দ্বিতীয় দফার ভাষণ দিতে গিয়ে পাকিস্তানের নাম উল্লেখ না করে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিশ্বকে একজোট হতে বলেছেন তিনি। শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা দিয়ে তিনি বলেছেন, ভারত বিশ্বকে যুদ্ধ নয়, বুদ্ধ দিয়েছে। অন্যদিকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান আন্তর্জাতিক মঞ্চে কাশ্মীর নিয়ে সুবিধা করতে না পেরে মুখে যা এসেছে তাই বলে মনের ঝাল মিটিয়েছেন। বিজেপি, আরএসএসও মোদি থেকে গেরুয়া দলের কয়েকজন নেতাকে ফ্যাসিস্ত বলে আক্রমণ করেছেন নির্দ্বিধায়। কাশ্মীরে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে রক্তস্নান হবে বলে হুমকি দিয়েছেন। পরমাণু যুদ্ধের হুঙ্কার শোনা গেছে তাঁর কথায়। একমাত্র সাথী হিসাবে বিশ্বমঞ্চে চিনকে ইমরান পাশে পেয়েছেন। পাক প্রধানমন্ত্রীর যে সৌজন্যের গণ্ডি ভেঙেছেন তা নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

ইমরান রাষ্ট্রসংঘের ৭৪ তম সাধারণ অধিবেশনে যোগ দেন একমুখী কর্মসূচি নিয়ে, তা হল কাশ্মীর নিয়ে শেষ পর্যন্ত লড়ে যাওয়া। যে পড়াই ১৯৪৭ সাল থেকে পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসন চালাচ্ছে নানাভাবে। কাশ্মীরের মুসলিম ভাইদের জন্য কুম্ভীরাশ্র ঝরিয়ে সকল দেশের নজর কাড়তেই ছুটে গেছিলেন ইমরান। উদ্দেশ্য, যেনতেনভাবে ভারতের দিক থেকে নিজেদের পালে হাওয়া টেনে আনা। কিন্তু ভবি ভোলার নয়। বিশ্বাসের কোনও জায়গা রাখেনি ইসলামাবাদ। তার কারণও রয়েছে, জঙ্গিদের সঙ্গে দৈনন্দিন ওঠবোস করা পাক সেনা ও আইএসআইয়ের প্রভাবমুক্ত সরকার চালানোর সক্ষমতা তাঁর নেই। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী থেকে মন্ত্রীরা জঙ্গিদের নিয়ে জেরবার হওয়ার কথা স্বীকারও করেছেন বিভিন্ন সময়ে। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ইমরামের একতরফা ভারত আক্রমণের পাল্টা জববা দিতে গিয়ে দিল্লির হয়ে এক বাঙালি তনয়া বিদিশা মৈত্র কামাল করে দিয়েছেন। চোখা চোখা বাক্যবাণে ইমরানকে বিদ্ধ করে বলেছেন, তিনি রাষ্ট্রনায়কসুলভ পরিচয় না দিয় মধ্যযুগীয়, ধ্বংসাত্মক, ঘৃণাভরা কথা বলে সন্ত্রাসকে আশকারা দিয়েছেন এবং

বিশ্বকে বিভাজনের চেষ্টা করে কালি ছিটিয়েছেন রাষ্ট্রসংঘের মতো পবিত্র বিশ্বমঞ্চকে।

নিউইয়র্ক গত এক সপ্তাহ ধরে সংবাদের শিরোনামে রয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের কাশ্মীর নিয়ে আক্রমণ ও তা প্রতিহত করার কৌশল কোন পর্যায়ে যায় তা নিয়ে ঔৎসুক্য তৈরি হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন পার্লামেন্ট সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের রায় কিংবা ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনার উদ্যোগও গুরুত্ব পায়নি তেমন। সবাই রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনে মোদি বনাম ইমরানের হাই ভোল্টেজ ড্রামা দেখার অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু মোদি ওই পথে হাঁটেননি। স্রেফ এড়িয়ে গেছেন ইমরানকে। মোদি আগেই এ বিষয়ে ট্রাম্পের মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নেওয়ার ইচ্ছা নাকচ করে দিয়ে বলেন বিষয়টি দ্বিপাক্ষিক। তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের প্রশ্নই নেই। পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদীদের মদত দেওয়ার পথ না ছাড়লে দুটি পরমাণু অস্ত্রধর দেশকে এক টেবিলে বসানো কঠিন। আমেরিকা চায় দু'দেশের মধ্যে গঠনমূলক আলোচনা। ট্রাম্প প্রশাসন এটাই স্পষ্ট জানিয়েছে ইসলামাবাদকে। দক্ষিণ এশিয়ার মার্কিন প্রতিনিধি অ্যালিস ওয়েলস ইমরান খানকে বলেছেন, ভারতের বিরুদ্ধে জঙ্গিদের লেলিয়ে দেওয়ার কাজ বন্ধ করে দেশের মাটি থেকে সন্ত্রাস নির্মূল না করলে সমঝোতার পথ খুলবে না। ইমরানের কাছে তাঁর প্রশ্ন ছিল, কাশ্মীরের মুসলিমদের জন্য পাকিস্তান যে দরদ দেখাচ্ছে সেটা কেন চিনের উইঘুর ও তুর্কিভাষী মুসলিমদের ওপর যে দমনপীড়ন চালাচ্ছে বেজিং সরকার তার বিরুদ্ধে কেন ইসলামাবাদ প্রতিবাদ করছে না? সেখানে তো মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে। ইমরান খান সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলেছেন, চিনের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বাইরের কোনও দেশের সঙ্গে কথা বলতে তিনি অনিচ্ছুক। তাঁর মনে তখন ঘরপা খাচ্ছে কাশ্মীর। দিল্লি সাফ জানিয়েছে জম্মু-কাশ্মীরকে দুই অঞ্চলে ভাগ করা, কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারার সুবিধা বাতিল করা হয়েছে সংবিধানসম্মতভাবে। ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মোদি শাহর সময়োপযোগী চালে পাকিস্তান সহ বহু দেশ, এমনকী বিরোধী দলগুলোও চমকে থ হয়ে গেছে। গত ৫ সেপ্টেম্বর ৭০ বছরের অচলায়তন অপসারণ করে উপত্যকায় খোলা হাওয়া আনতে চেয়েছে কেন্দ্র। তারপর থেকে পাকিস্তান আদাজল খেয়ে নামে ভারতের বিরুদ্ধে। শুধু দু'দেশের মধ্যে সমস্ত যোগাযোগ ও আদানপ্রদানের রাস্তা বন্ধ করেই ক্ষান্ত হয়নি, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতকে নাস্তানুবুদ করতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 'মামা কাকা' ধরাধরি থেকে পরমাণু যুদ্ধের হুঙ্কার পর্যন্ত ছাড়ছেন নিত্যদিন।

কাশ্মীর নিয়ে দু'দেশের অহি নকুল সম্পর্ক। কাশ্মীর দখলে স্বপ্নে বিভোর পাকিস্তানের মিসঅ্যাডভেঞ্চারের জেরে ভারতের সঙ্গে দু'বার পুরো যুদ্ধ ও কয়েকবার আধা লড়াই হয়েছে। তবু শিক্ষা হয়নি পাকিস্তানের। প্রতিবেশীর মনোভাব হল 'ভাঙব তবু মচকাবো না' সেই অবস্থায় নিউইয়র্ক রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনে পাকিস্তান যে বিষকামড় দিতে ঝাঁপিয়ে ভারত তা আগেই আন্দাজ করে শান্তির তাস খেলেছে। সেদিন থেকে কূটনৈতিক সাফল্যের পাল্লা ভারতেরদিকেই ঝুঁকেছে। ঘরের সমস্যা ছেড়ে বিদেশ যাওয়ার কেউ কেউ মোদির মৃদু সমালোচনা করলেও সার্বিকভাবে মোদির এক সপ্তাহের আমেরিকা সফর যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ এবং সফল। ইউস্টনে প্রায় ৬০ হাজার অনাবাসী ভারতীয়দের সামনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে নিয়ে জমজমাট সভা করা থেকে নিউইয়র্ক বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে মত বিমিনয় কৌশলী পদক্ষেপ, বিশেষ করে ট্রাম্পের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক বেশ ফলপ্রসূ হয়েছে। তাই ট্রাম্প মোদিকে ভারতের পিতাসদৃশ নেতা এবং কাশ্মীর সমস্যা সমাধানও করতে সক্ষম বলে তাঁর ভরসার কথা শুনিয়েছেন। মোদি পরিকল্পিতভাবে পাকিস্তানকে পাত্তা না দেওয়ার কৌশল নেন। তাঁর বাহিনীতে সবচেয়ে সক্রিয় হতে দেখা গেছে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর, রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি মহম্মজ আকবরউদ্দিন ও আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত হর্ষবর্ধন স্রিংলাকে। ইমরান যখন একটি বিলাসবহুল হোটেলে থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে ভারতের আদ্যশ্রাদ্ধ করছেন রোজ, তখন মোদিও তাঁর টিম কখনও দ্বিপাক্ষিক, কখনও বহুপাক্ষিক দৌত্য ও বৈঠক চালিয়ে গেছেন। অন্ত ৭০টি দেশের সঙ্গে এই টিম কথা বলেছে। য়া কিনা একটি রেকর্ড। কাশ্মীর নিয়ে যে ঝুঁকি তিনি নিয়েছেন সেদিক থেকে বিশ্বাসীর কাছে ভারতের মনোভাব স্পষ্ট করার একটা দায় ছিল তাঁর। পাশাপাশি বিনিয়োগের জন্য নিউইয়র্কে শিল্পপতিদের নিয়ে বৈঠক ও ভারত মার্কিন বাণিজ্যিক বিরোধ মিটিয়ে পুরনো সুবিধা পাওয়া নিয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক অনেকটা রথ দেখা ও কলা বেচার কাজ করেছে। সর্বোপরি রাষ্ট্রসংঘে প্রথমে পরিবেশ নিয়ে ও শেষদিনে সংঘত ও পরিশীলিত ভাষণ দিয়ে মোদি ১৩০ কোটির নেতা থকে বিশ্বনেতার পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন বলে অনেকে মনে করছেন। তাই বিদেশ থেকে দিল্লিতে নামার পর তাঁকে বিশাল অভ্যর্থনা জানান দলীয় সমর্থকরা।

ভারতের বিদেশ নীতি ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে মোদির সাফল্য প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসেরও প্রশংসা কুড়িয়েছে। শশী থারুর থেকে অভিষেক মনু সিংভি পর্যন্ত স্বীকার করেছেন, ইমরান খানের সঙ্গে মোদির কোনও তুল্যমূল্য বিচারই চলে না। ইমরান সংকীর্ণমনা কথাবার্তা বলেছেন। আর মোদি ভারতের ঐতিহ্য সংস্কৃতি, বিশালত্ব, সাফল্য ও বিপুল সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেছেন। উষ্ণায়ন, পরিবেশ দূষণ প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করা, সন্ত্রাস বন্ধ করে উন্নয়ন ও সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা দিয়ে মোদি ইমরানকে অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছেন। বামেরা আবার উল্টো সুরে বলছে দেশের বেহাল অর্থনীতি, বিপুল ঋণের বোঝা, কাশ্মীরের বন্দিদশা নিয়ে কোনও উচ্চাবাচ্য নেই। মোদির কথা ও কাজের ফারাক আছে।

এই সফর মোদিকে ইডভিডেল্ট দেবে নিশ্চিয়তভাবেই। সামনে মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। বিজেপি অবশ্যই এগিয়ে থাকার সুবিধা পাবে। পাঞ্জাবে পাক সেনার ড্রোনের সাহায্যে অস্ত্র পাঠানোর চক্রান্ত ফাঁস, কাশ্মীরে জঙ্গি বিরোধী অভিযানে সাফল্য, দুর্নীতিবিরোধী তৎপরতা, মন্দা কাটাতে কেন্দ্রের অর্থনৈতিক পদক্ষেপ গেরুয়া দলের দিকেই পাল্লা ভারী করবে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারাণা। তবু কাশ্মীরে স্বাভাবিক অবস্থা ফেরানো, অর্থনীতির পরই যেটা মোদির কাছে দ্বিতীয় বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে গণ্য তার সুরাহা যে অত্যন্ত জরুরি তাও মোদির মনে রাখা প্রয়োজন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

মোদির আমলে ২৫ ধনীর সম্পত্তি জিডিপির ১০ শতাংশ

ড. দেবনারায়ণ সরকার

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ক্ষণিকা' কাব্যগ্রন্থে 'বোঝাপড়া' কবিতায় লিখেছিলেন, 'ভালো মন্দ যাহাই আসুক সত্যের লও সহজে।' কিন্তু ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ভারতীয় অর্থনীতির চরম বেহাল অবস্থার বাস্তবাতা সম্পর্কে সর্বদা চাপা দিতে ব্যস্ত। চলতি অর্থবর্ষের প্রথম তিন মাসে আর্থিক বৃদ্ধি যখন ৫ শতাংশ নেমে ছ'বছরের তলানিতে ছুঁয়েছে, দেশের বেকারত্ব যেখানে গত ৪৫ বছরে সর্বোচ্চ, ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের অর্ধেকের দাবিদার গাড়ি ও যন্ত্রাংশ শিল্পে ছাঁটাই যেখানে গত ৩ মাসে ৩ লক্ষেরও বেশি, কার্যত প্রায় সবক্ষেত্রে চাহিদার অভাবে যেখানে বেসরকারি লগ্নি একেবারে তলানিতে, অর্থনীতির ঝিমুনি নিয়ে যখন শিল্প থেকে অর্থনীতিবিদ সবাই চরম উদ্বিগ্ন, তখন অর্থমন্ত্রী গত ২৬ সেপ্টেম্বর বেসরকারি ব্যাঙ্ক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের পর দাবি করেন, অর্থনীতি ঠিকঠাক চলছে। নগদের অভাব কোথাও নেই। বাজারে কেনাকাটা হচ্ছে। প্রত্যন্ত এলাকায় যথেষ্ট চাহিদা। ব্যাঙ্কগুলি দরজা হাতে ঋণ বিলি করছে। কিন্তু বাস্তবটা উল্টো। সত্যকে স্বীকার করতে ভয় পাচ্ছেন।

তবে সত্যটা স্বীকার করেছেন অর্থ দফতরের মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা কৃষ্ণমূর্তি সুব্রহ্মণ্যম। সম্প্রতি শিকাগোয় একটি অনুষ্ঠানের পরে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে তিনি গত এক দশকে ভারতের লগ্নির বিপুল ধাক্কা খাওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। প্রকাশিত বিবৃতিতে তিনি দাবি করেন, ভারতকে ৫ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত করতে লগ্নিই হল হাতিয়ার। তিনি বলেছেন, ২০০৮ সালে দেশে লগ্নির হার ছিল জিডিপির ৪০ শতাংশ। সেখানে ২০১৮ সালেল তা ২৯ শতাংশ যা ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে উদ্বেগের। ফলে পাঁচ বছরে ৫ লক্ষ কোটি ডলার লগ্নি ছুঁতে লগ্নি বাড়ানো ছাড়া উপায় নেই।

কিন্তু লগ্নি বাড়াবে কে? বাজেটের পরে ৪ দফা দাওয়াই দেওয়ার পরেও অর্থনীতিতে বেসরকারি লগ্নির গ্যারান্টিকে দেবে? চতুর্থ দফা দাওয়াই যে ঘরোয়া সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে কর্পোরেট ট্যাক্সের পরিমাণ ৩০ শতাংশ তেকে কমিয়ে ২২ শতাংশ এবং নূতন সংস্থার ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ সতাংশ করার পরে বলা হচ্ছে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাচে এতদিন চিন ও ইন্দোনেশিয়ার বাজার প্রাধান্য পেত। কর্পোরেট ট্যাক্সের বর্তমান দাওয়াইয়ের ফলে এবারে ভারতের বাজারে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ঢালাও বিনিয়োগ করবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, চাহিদা কোথায় যে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ করবে? এমনকী দেশীয় বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা মোদির আমলে দেশের থেকে বিদেশে পূর্বাপেক্ষা অনেকগুণ বেশি বিনিয়োগ করে চললেও তারা কেন দেশে এখন বিনিয়োগ করবে?

মোদ্দা কথা হল, দেশে সর্বক্ষেত্রেই কার্যত কার্যকরী চাহিদা'র বৃদ্ধি ঘটাতে হলে সরকারি বিনিয়োগই যথেষ্ট মাত্রায় প্রাথমিকভাবে বাস্তবায়িত হতে হবে। আধুনিক অর্থবিদ্যার জনকক জে এস কেইনস এই বাস্তব সত্যতা প্রথম তুলে ধরেছিলেন ১৯৩০ এর দশকে ঐতিহাসিক বিশ্ব মন্দার প্রতিরোধের মুখ্য অস্ত্র হিসেবে। এবার দেখা যাক, ভারতে সামগ্রিক চাহিদার এই বিপুল ঘাটতি পুনরুদ্ধারে প্রাথমিক মুখ্য দাওয়াই (সরকারি পরিকাঠামোগত বিনিয়োগ) কতখানি বাস্তবায়িত হয়েছে বর্তমান অর্থবছরে এবং অর্থবছরের বাকি সময়ে কতখানি বাস্তবায়নের সম্ভাবনা রয়েছে।

বর্তমান অর্থবছরের (২০১৯-২০) বাজেটে পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ ধরা হয়েছিল ৫.৪৫ লক্ষ কোটি টাকা। তার মধ্যে সমস্ত মন্ত্রকের বরাদ্দ ৩.৩৮ লক্ষ কোটি টাকা। অনুদান বাবাদ বরাদ্দ ২.০৭ লক্ষ কোটি টাকা। এছাড়াও বাজেটের বাইরে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, নাবার্ড, হাডকো ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করার কথা ৫.৩৭ লক্ষ কোট টাকা। ফলে বাজেট বরাদ্দ ও বাজেট বহির্ভূত মিলিয়ে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বরাদ্দ ১০.৮২ লক্ষ কোটি টাকা। কিন্তু বাজেট বহির্ভূত ক্ষেত্রে ৫.৩৭ লক্ষ কোটির বিনিয়োগ বর্তমান বছরের প্রথম ৫ মাসে একেবারে তলানিতে। এবারে দেখা যাক বাজেট বরাদ্দের কতখানি গত ৫ মাসে বাস্তবায়িত হয়েছে। সমস্ত মন্ত্রক ও অনুদান বাবদ বর্তমান অর্থবছরে ৫.৪৫ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দের মাত্র ৪০ শতাংশ খরচ হয়েছে গত ৫ মাসে---এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত সময়ে। গত অর্থবছরের প্রথম ৫ মাসের তুলনায় এই খরচের অনুপাত যথেষ্ট কম। গত ৫ মাসে বাজেট বরাদ্দের ২.১৮ লক্ষ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে বকেয়া পাওনা মেটানো হয়েছে যথেষ্ট। ফলে

> অর্থমন্ত্রী মুখে চাহিদা বৃদ্ধির যতই আশ্বাস দিন না কেন, বেসরকারি লগ্নির নিশ্চিয়তা যে প্রায় নেই তা সর্বজনবিদিত। অন্যদিকে সরকারি লগ্নির অবস্থাও যথেষ্ট দুর্দশাগ্রস্ত। অথচ প্রকৃত সত্যটা অর্থমন্ত্রী স্বীকার করতে চাইছেন না। তবে গত ছ'বছরে দেশের বৃদ্ধির হার প্রায় ১৫ শতাংশ। দেশের জিডিপির ১০ শতাংশের বেশি।

গত ৫ মাসে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে প্রকৃত খরচ আরও কম হয়েছে। আগামী ৭ মাসে পরিকাঠামোয় বাজেট বরাদ্দের কতটুকু প্রকৃত খরচ হবে তা সরকারও নিশ্চিত করে বলতে পারছে না। কারণ কর্পোরেটদের ট্যাক্সের দাওয়াইয়ে রাজস্ব আয় প্রায় দেড় লক্ষ কোটি টাকা কমছে। ফলে সরকারি পরিকঠামো ব্যয় যথেষ্ট কমার সম্ভাবনা। তাছাড়াও বাজেট বরাদ্দের বাইরে বিভিন্ন রাষ্ট্রয়ত্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিকাঠামোগত ব্যয়ের অর্ধেকও খরচেতর নিশ্চয়তা নেই।

তাই অর্থমন্ত্রী মুখে চাহিদা বৃদ্ধির যতই আশ্বাস দিন না কেন, বেসরকারি লগ্নির নিশ্চয়তা যে প্রায় নেই তা সর্বজনবিদিত। অন্যদিকে সরকারি লগ্নির অবস্থাও যথেষ্ট দুর্দশাগ্রস্ত। অথচ প্রকৃত সত্যটা অর্থমন্ত্রী স্বীকার করতে চাইছেন না। তবে গত ছ'বছরে দেশের সমৃদ্ধিও একেবারে তলানিতে এবং বেকারত্ব স্বাধীনতা উত্তর কালে প্রায় অভুতপূর্ব বলা হলেও গত বছর দেশে ১০০০ কোটি বা তার বেশি টাকার সম্পত্তিধারীদের সংখ্যার বৃদ্ধির হার প্রায় ১৫ শতাংশ। দেশের মাত্র ২৫ জন বড়লোকের সম্পত্তি দেশের জিডিপির ১০ শতাংশের বেশি। অর্থাৎ সার্বিক অর্থনীতি খারাপতর হলেও ধনীদের সম্পত্তি অভূতপূর্ব বৃদ্ধি মোদিরই শাসনকালে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য সবচেয়ে উদার পরিবেশ বিরাজ করছে ঃ শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ০৩।।প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বের বিশেষ করে ভারতের উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য সবচেয়ে উদার পরিবেশ বিরাজ করছে।

নয়াদিল্লীর হোটেল তাজ প্যালেসে ওয়ার্ল ইকোনোমিক ফোরামের ইন্ডিয়া ইকোনোমিক সামিটে বাংলাদেশের উপর কৌশলগত আলোচনাকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান।বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিনিয়োগকারী বিশেষ করে ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের জন্য বাংলাদেশের শিক্ষা, হাল্কা প্রকৌশল শিল্প, ইলেক্ট্রনিক্স শিল্প, অটোমোটিভ শিল্প, কৃত্তিম বৃদ্ধিমত্তা শিল্পের মতো ক্ষেত্রগুলোতে বিনিয়োগ করার সময়।

তিনি আরো বলেন,আজ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি স্বাধীন ও উদার বিনিয়োগের পরিবেশ বিরাজ করছে। বিনিয়াগ বান্ধব বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীরদের জন্য আইনী সুরক্ষা, উদার রাজস্ব ব্যবস্থা, মেশিনপত্র আমদানীর ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড়, আনরেস্ট্রিকটেড এক্সিট পলিসি, সম্পূর্ণ বিনিয়োগ ও পুঁজি নিয়ে চলে যাবার সুবিধাসহ নানাবিধ সুবিধা রয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন,আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে নিরবিচ্ছিন্ন সুবিধা ও সেবা নিশ্চিত করে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করেছি। এদের মধ্যে ১২টি অঞ্চল ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। দুটি অঞ্চলকে ভারতের বিনিয়োগকারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। প্রযিক্ত ও উদ্ভাবণী প্রতিষ্ঠানের জন্য বেশ কয়েকটি হাই-টেক পার্ক প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশর এই ব্যাপক উন্নয়নের জন্য সামাজিক মূল্যবোধ ও বাংলাদেশের মানুষের আস্থার প্রশংসা করে বলেন,অনেকেই বাংলাদেশকে ৩ কোটি মধ্য ও উচ্চবিত্ত মানুষের একটি বাজার' ও 'অলৌকিক উন্নয়নের' হিসেব দেখে থাকেন।তিনি আরো বলেন,আমি মনে করি, আমাদের প্রধান শক্তি হচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধ ও বাংলাদেশের প্রতি মানুষের আস্থা। সাম্যতা, সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলার আকাক্সক্ষার পাশাপাশি আমাদের নেতৃত্বের প্রতি তাদের আস্থা।

৪০টি দেশের ৮শ' প্রতিনিধি দুই দিনের এই সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন। আজ সম্মেলনটি শেষ হবে। সমাপনী অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতা দিবেন।শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ বৈশ্বিক এবং ভারতীয় ব্যবসার একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক স্থান হিসাবে নজর কাড়ার মত যোগ্যতা অর্জন করেছে। তিনি বলেন, আমরা এই উপ-অঞ্চলের জন্য একটি অর্থনৈতিক কেন্দ্র হতে পারি। আমাদের নিজস্ব ১৬২ মিলিয়ন জনসংখ্যার বাইরেও বাংলাদেশ প্রায় ৩ বিলিয়ন মানুষের একটি ভূখন্ডের সম্মিলিত বাজারের সাথে সংযুক্ত হতে পারে। তিনি গত বছরের এইসএসবিসি'র পূর্বাভাসের উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বে ২৬ তম সর্ববৃহৎ অর্থনীতি হবে। দু'টি বিষয় গুরুত্বলপূর্ণ, এর একটি হচ্ছে আমাদের উন্মুক্ত সমাজ, ধর্মীয় সম্প্রীতি, উদার মূল্যবোধ, ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি। অপরটি হলো আমাদের মোট জনগোষ্ঠির দুই তৃতীয়াংশ তরুন। এদের বেশির ভাগের বয়স ২৫ বছরের নিচে। তারা দক্ষতা অর্জন করছে, তারা প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন, তারা প্রতিযোগিতামূলক কাজে যুক্ত হতে প্রস্তুত।

শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের আত্মবিশ্বাসী জনগণ, সুযোগ্য নেতৃত্ব এবং শাসনপ্রক্রিয়ায় উন্নয়ন যাত্রায় আমরা অব্যাহত ভাবে শিখছি। তিনি বলেন, একটি স্থিতিশিল ও মানবিক রাষ্ট্র বাংলাদেশের নেতৃত্ব খুবই সংবেদনশীল এবং দায়িত্বশীল, সেইসঙ্গে দেশটির রয়েছে দৃঢ় সামষ্টিক অর্থনৈতিক বুনিয়াদ, সম্ভনাময় ও মুক্ত অর্থনীতি যা একটি শান্তিপূর্ণ ও অগ্রসর জাতি উদাহরণ সৃষ্টিতে কাজ করে যাচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি ক্ষুধা দারিদ্র্য ও দুর্নীতিমুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, বাংলাদেশ এখন জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে।তিনি বলেন, ২০২১ সালের মধ্যে একটি উন্নয়নশীল দেশ ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে বঙ্গবন্ধু'র অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে। তিনি বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বিভিন্ন খাতে বাংলাদেশের অগ্রগতির উল্লেখ করে বলেন, অন্যান্য অনেক দেশের মতই আমরাও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছি, তবে আমাদের জানা আছে কিভাবে এই চ্যালেঞ্জ সুবিধায় রূপান্তরিত করতে হয়।প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ বছরে আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সবোর্চ ৮ দশমিক ১ শতাংশের রেকর্ড করেছে। আমরা দুই ডিজিট প্রবৃদ্ধি অজর্নের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। বাংলাদেশের অর্থনীতি ২০০৯ সালের পর থেকে ১৮৮ শতাংশ বেড়েছে। আমাদের মাথাপিচু আয় হয়েছে প্রায় ২০০০ মার্কিন ডলার।

বাংলাদেশকে একটি দ্রুতবর্ধনশীল উচ্চ মূল্য, জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ, তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক দেশ, হিসাবে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, আমরা গত বছরে কোরিয়ায় ১২টি শিল্প রোবট রফতানি করেছি। বাংলাদেশে তৈরি চারটি জাহাজ ভারতে আসছে। তিনি বলেন, ভারতের রিলায়েন্স কোম্পানি সম্প্রতি বাংলাদেশে তৈরি বিপুল সংখ্যক রেফ্রিজারেটর আমদানি করেছে। বাংলাদেশে ৬ লাখ আইটি ফ্রিলান্সার রয়েছে। সর্বাধিক সংখ্যক লোক ফ্রিলান্সিং করছে।

প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের কৃষি সম্পর্কে বলেন, আমাদের কৃষি এখন আর অন্যের ওপর নির্ভরশীল নয়, আমাদের কৃষি এখন পুরোপুরি স্বাবলম্বি। বিশ্বে চাল উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন ৪র্থ বৃহৎ দেশ, পাটে দ্বিতীয়, আমে ৪র্থ, শাকসবজি উৎপাদনে ৫ম, এবং অভ্যন্তরিণ মাছ চাষে ৪র্থ। আমরা প্রধান শস্য ও ফলের জিন কোড করছি এবং এব্যাপারে অগ্রসর হচ্ছি।প্রধানমন্ত্রী ২০০৯ সালের পর থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তর করার উল্লেখ করে আমরা ২০০৯ সালের পর দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তর করেছি। তৃণমূল পযার্য়ে শত ভাগ লোক আইসিটি সুবিধা পাচ্ছে।তিনি বলেন, বাংলাদেশ এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে ৫ম সর্ববৃহত ইন্টারনেট ব্যবহারকারী দেশ। আমরা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা ক্যাশলেস সোসাইটির দেশের দিতে এগিয়ে যাচ্ছি। বাংলাদেশ দ্রুত নগরায়ন হচ্ছে। আমাদের মোট জনগোষ্ঠির ৪০ শতাংশ শহরে বাস করেন।শেখ হাসিনা বলেন, ২০২৫ সালের মধ্যে মোবাইল ইন্টারনেট সুবিধা ৪০ শতাংশ মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে।

ডব্লিউইএফ'র প্রেসিডেন্ট বোর্জ ব্রান্ডসহ সংস্থার নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উচ্ছসিত প্রশংসা করেন। তারা দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে নেতৃত্বের রোল মডেল হিসাবে বর্ণনা করেন।প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান সেমিনারে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরে বলেন, বাংলাদেশে একটি পরিবেশ বান্ধব সরকার রয়েছে।

খালেদার জামিন শুনানিতে বিরোধিতা না করতে সরকারকে বিএনপি সমর্থক আইনজীবীদের আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ০৩।। খালেদা জিয়ার কারামুক্তির পথ খুলতে আদালতে জামিন আবেদনের বিরোধিতা না করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি সমর্থক আইনজীবীদের নেতা জয়নুল আবেদীন।কারাবন্দি বিএনপি চেয়ারপারসনের মুক্তি নিয়ে নতুন করে আলোচনার মধ্যে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতিতে সংবাদ সম্মেলন করে এই আহ্বান জানান তিনি।

দুই মামলায় দণ্ড নিয়ে দেড় বছরের বেশি সময় ধরে কারাবন্দি খালেদার সঙ্গে গত দুই দিনে বিএনপির সাত সংসদ সদস্য দেখা করে আসার পর তার ছাড়া পাওয়া নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।খালেদা প্যারোলে মুক্তি চান না জানিয়ে 'রাজনৈতিক বন্দি' হিসেবে তার জামিনের ব্যবস্থা করতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করেছেন দলটির সংসদ সদস্যরা।তার প্রতিক্রিয়ায় আগের মতোই তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেছেন, খালেদা রাজবন্দি নন, ফলে তার জামিনের বিষয়টি পুরোপুরি আদালতের বিষয়।

সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি জয়নুল আবেদীন বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে।সরকার একদিকে বলছে, আদালত জামিন দিলে তাদের আপত্তি নাই। অথচ আমরা যখন আদালতে জামিন আবেদন শুনানি করি, তখন সরকার পক্ষ থেকে জোরালোভাবে জামিনের বিরোধিতা করা হয়। যদিও এই ধরনের মামলায় আর কখনও সরকার পক্ষ থেকে এভাবে জোরালো আপত্তি করতে দেখি নাই।দুর্নীতির দুই মামলায় দণ্ড নিয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা গত বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে কারাবন্দি। গত ছয় মাস ধরে তিনি চিকিৎসার জন্য বিএসএমএমইউ হাসপাতালে রয়েছেন।

সুপ্রিম কোর্ট ও নিম্ন আদালত মিলে খালেদার বিরুদ্ধে এখন ১৭টি মামলা বিচারাধীন। এর মধ্যে দুটি মামলায় (জিয়া এতিমখানা ট্রাস্ট ও জিয়া দাতব্য ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলা) জামিন পেলেই তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পেতে পারেন বলে তার আইনজীবীদের ভাষ্য। দুর্নীতি দমন কমিশনের এ দুই মামলায় তার ১৭ বছরের কারাদণ্ড হয়েছে।

জিয়া এতিমখানা ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় ১০ বছরের সাজার রায়ের বিরুদ্ধে খালেদার আবেদন আপিল বিভাগে এবং দাতব্য ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় নিম্ন আদালতের দেওয়া ৭ বছরের সাজার বিরুদ্ধে করা আপিল হাই কোর্টে বিচারাধীন।

জয়নুল আবেদীন বলেন,আমরা পুনরায় জামিনের জন্য আদালতে যাব। আমরা আশা করি, সরকার যে কথা বলছে (আদালত জামিন দিলে আপত্তি নাই) তা সরকারি আইন কর্মকর্তার মাধ্যমে আদালতে জোরালোভাবে উপস্থাপন করা হবে।প্রথমে হাই কোর্ট থেকে জামিন নিয়ে পরে আপিল বিভাগে আবেদন করব। সরকার হস্তক্ষেপ না করলে এই দুই মামলায় জামিন পেলে তার মুক্তিতে কোনো বাধা থাকবে না।আইনি লড়াই চালিয়ে খালেদাকে মুক্ত করা যাবে না বলে বিএনপির অনেক নেতা মনে করলেও আদালত থেকেই খালেদার জামিনের আদেশ পাওয়ায় আশাবাদী দলটির ভাইস চেয়ারম্যান জয়নুল।খালেদা জিয়ার মামলা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেপ্রণোদিত। তিনি আইনগতভাবে জামিন পাওয়ার অধিকার রাখেন। যদি সরকার হস্তক্ষেপ না করে তিনি আদালত থেকে জামিন পাবেন।

বিএনপি চেয়ারপারসন সরকারের নির্বাহী আদেশে বা প্যারোলে মুক্তি নিচ্ছেন কি না-প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, যখনি জামিন আবেদন নিয়ে সোচ্চার হই, তখনই একটা খবর এসে যায়, খালেদা জিয়া প্যারোলে চলে যাচ্ছেন। এই যে প্যারোল-প্যারোল রাজনীতি, এতে খালেদা জিয়ার ভাবমূর্তি ক্ষুণ হচ্ছে। সরকার বার বার বলে আমাদের কাছে দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চান। খালেদা জিয়া নির্দোষ, তিনি কেন দোষ স্বীকার করবেন? আমরা লক্ষ্য করছি ইতোমধ্যে খালেদা জিয়াকে নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্যারোল সংক্রান্ত বিষয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। খালেদা জিয়া বাংলাদেশের গণমানুষের নেত্রী, আপসহীন নেত্রী।জরুরি অবস্থার সময় বিএনপিকে 'সংস্কারপন্থি' হিসেবে পরিচিতি পাওয়া জয়নুল বলেন, ওয়ান-ইলেভেনের সরকারও খালেদা জিয়াকে রাজনীতি থেকে মাইনাস করার জন্য প্যারোলের নাম করে বিদেশ পাঠাতে চেয়েছিল। কিন্তু খালেদা জিয়া দৃঢ়তার সাথে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে জয়নুল আবেদীনের সঙ্গে ছিলেন রফিকুল হক তালুকদার রাজা, গোলাম রহমান ভূইয়া, কামরুল ইসলাম সজল, এহসানুর রহমান, এ আর রায়হানসহ বিএনপি সমর্থক আইনজীবীরা।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নয়াদিল্লীতে লাল গালিচা অভ্যর্থনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ০৩।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়ার্ল ইকোনোমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) ইন্ডিয়া ইকোনোমিক সামিটে যোগ দিতে চারদিনের সরকারি সফরে বৃহস্পতিবার সকালে নয়াদিল্লী পৌঁছালে লাল গালিচা বিছিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হয়।বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ভিভিআইপি ফ্লাইট (বিজি-২০৩০) প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সফরসঙ্গীদের নিয়ে স্থানীয় সময় সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে পালাম এয়ার ফোর্স স্টেশনে অবতরণ করে।

ভারতের নারী ও শিশু কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরী, ভারতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী এবং বাংলাদেশে ভারতের হাইকমিশনার রিভা গাঙ্গুলি বিমান বন্দরে ফুলে তোড়া দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানান।বিমান বন্দর থেকে প্রধানমন্ত্রীকে মোটর শোভাযাত্রা সহকারে হোটেল তাজ মহলে নিয়ে যাওয়া হয়। সফরকালে তিনি সেখানেই অবস্থান করবেন।

এর আগে বাংলাদেশ বিমানের একটি ভিভিআইপি ফ্লাইট প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সফরসঙ্গীদের নিয়ে সকাল সোয়া ৮টায় ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ত্যাগ করে।এ সময় প্রধানমন্ত্রীকে বিমানবন্দরে বিদায় জানাতে অন্যান্যের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, চীপ হুইপ নুর-ই-আলম চৌধুরী লিটন, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী, মন্ত্রী পরিষদ সচিব এবং তিন বাহিনীর প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

টানা তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর শেখ হাসিনা তাঁর প্রথম ভারত সফরে ৫ অক্টোবর নয়াদিল্লীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে বৈঠক করবেন। তিনি একই দিন ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সাথে রাষ্ট্রপতি ভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি সোনিয়া গান্ধী ৬ অক্টোবর বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীর সাথে তাঁর সফরকালীন আবাসে সাক্ষাৎ করবেন।

বৃহস্পতিবার শেখ হাসিনা হোটেল তাজ প্যালেসের দরবার হলে ওয়ার্ল ইকোনোমিক ফোরামের ইন্ডিয়া ইকোনোমিক সামিটে বাংলাদেশের ওপর কৌশলগত সংলাপে যোগ দেবেন। একই দিন তিনি তাঁর সম্মানে বাংলাদেশ হাইকমিশনের মৈত্রী হল ও বাংলাদেশ হাউসে আয়োজিত অভ্যর্থনা ও নৈশভোজে যোগ দেবেন। ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার এ নৈশভোজের আয়োজন করবেন।

৪ অক্টোবর বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী তিয়ানে আইসিটি মোরিয়ায় ভারতীয় আইসিটি প্রতিষ্ঠানের সিইওদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন। এছাড়া তিনি আইসিটি মোরিয়ার কমল মহলে ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ বিজনেস ফোরামের (আইবিবিএফ) উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং হোটেল তাজ প্যালেসের দরবার হলে ওয়ার্ল ইকোনোমিক ফোরামের সমাপনী অধিবেশনে যোগ দেবেন।

সিঙ্গাপুরের উপ-প্রধানমন্ত্রী হেং সুই কিয়েট বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন।

কর্মকর্তারা বলেন, সম্প্রতি নিউইয়র্কের ৭৪তম জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনের ফাঁকে বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীর সাথে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর যে ইস্যুগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে, হায়দ্রাবাদ হাউসের বৈঠকে দুই প্রধানমন্ত্রী ওই ইস্যুগুলোই পর্যালোচনা করবেন।একই দিন, কয়েকটি এক্সচেঞ্জ অব এগ্রিমেন্ট ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হবে এবং ঐতিহাসিক হায়দ্রাবাদ হাউস থেকে দু'দেশের প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে কয়েকটি প্রকল্প উদ্বোধন করবেন।

এদিন এর আগে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এস. জয়শংকর বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীর সাথে তাঁর সফরকালীন আবাসে সাক্ষাৎ করবেন। শেখ হাসিনা একই দিন আনুষ্ঠানিক মধ্যাহ্ন ভোজে যোগ দেবেন এবং হায়দ্রাবাদ হাউসে দর্শনার্থী বইয়ে স্বাক্ষর করবেন।

সফরকালে ভারতের প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক শ্যাম বেনেগাল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন। তাকে বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে একটি চলচ্চিত্র তৈরির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী আগামী ৬ অক্টোবর দেশে ফিরবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

মিয়ানমারের ওপর চীনের 'চাপ' অব্যাহত রাখতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের আহবান

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ০৩।।বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গ জনগোষ্ঠীর প্রত্যাবাসনে চীন যাতে মিয়ানমারের ওপর চাপ অব্যাহত রাখে সে লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিতে বলেছেন।

চীনে নিযুক্ত বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রদূত মাহবুব উজ জামান বৃহস্পতিবার বিকেলে বঙ্গভবনে সাক্ষাৎ করতে গেলে রাষ্ট্রপতি তাকে এ পরামর্শ দেন। সাক্ষাৎ শেষে রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব জয়নাল আবেদিন এ কথা বলেন।রাষ্ট্রপতি দুই দেশের বিরাজমান সম্পর্ক আরও জোরদারের ওপর জোর দেন।

প্রেস সচিব রাষ্ট্রপতিকে উদ্ধৃত করে বরেন,চীন বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন অংশীদার। বাণিজ্য বিনিয়োগসহ বিভিন্ন খাতে উন্নয়ন অংশীদারিত্বও এখন খুবই চমৎকার।রাষ্ট্রপতি নতুন রাষ্ট্রদূতকে তার দায়িত্বের মেয়াদে দুই দেশের সম্পর্ক আরো জোরদারে কাজ করার আহ্বান জানান।নতুন রাষ্ট্রদূত দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতির পরামর্শ ও সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।রাষ্ট্রপতি নতুন রাষ্ট্রদূতকে তার চীন অবস্থানকালে প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব (এশিয়া ও প্যাসিফিক) পেশাদার কূটনীতিক জামান ১৯৮৫ সালে ফরেন সার্ভিসে যোগ দেন।এর আগে তিনি সিঙ্গাপুর ও শ্রীলংকায় বাংলাদেশের হাইকমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।তিনি জেনেভা ও নিউইয়র্কে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন এবং টোকিও, অটোয়া ও নয়াদিল্লিস্থ বাংলাদেশ মিশনেও বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন।বঙ্গভবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সচিবগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

চলমান অভিযানে আরো অনেক রাঘব বোয়াল ধরা পড়বেন ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ০৩।। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে চলমান শুদ্ধি অভিযানে আরো অনেক রাঘব বোয়াল ধরা পড়বেন।

বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে সমসাময়িক রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।ওবায়দুল কাদের বলেন, 'সারা বাংলাদেশে অপকর্ম যারা করেছে তাদের তালিকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে আছে। বিগত দিনে যারা গ্রেফতার হয়েছেন তারা কেউ ছোট খাটো অপরাধী নন। অভিযানে আরো অনেক রাঘব বোয়াল ধরা পড়বে।'

বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের বিষয়ে বিএনপি নেতারা যেভাবে কথা বলছেন, চিকিৎসকরা তেমন কিছু বলছেন না জানিয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, কারাবন্দি খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের বিষয়ে তার দল বিএনপির বক্তব্য ও চিকিৎসকদের বক্তব্য এক নয়। চিকিৎসকদের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে কোনো কথা বলা হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, বিএনপির প্রতি সবসময়ই আমরা নমনীয়। তবে বিএনপি যদি কঠোর অবস্থানে যায়, পরিস্থিতি বুঝে জবাব দেবে আওয়ামী লীগ। দেশের অন্যতম বড় রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপি সরকার প্রধানের সঙ্গে দেখা করতে পারেন, তাদের সমস্যা তুলে ধরে সহযোগিতা চাইতে পারেন। এটাই গণতান্ত্রিক চর্চার একটি অংশ।

দুর্নীতি মামলায় কারাবন্দি খালেদা জিয়ার মুক্তির বিষয়ে বিএনপি নেতাদের দাবি-আহ্বানের বিষয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, খালেদা জিয়াকে কারাগার থেকে বের করার জন্য বিএনপি আন্দোলনের কথা বললেও এখন পর্যন্ত তারা তা করতে পারেনি। আমি চাই তারা আন্দোলন করুক। আমি বলেছি তারা

ছয়ের পাতায়

আইনী ব্যবস্থা ছাড়া খালেদার মুক্তির অন্য কোন পথ নেই : তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ০৩।। তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বৃহস্পতিবার পুনরায় বলেছেন, একমাত্র বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি সম্ভব।তিনি তাঁর সচিবালয়স্থ অফিসে প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেন,একটি দুর্নীতির মামলায় বিএনপি নেত্রী কারাগারে রয়েছেন এবং কেবলমাত্র আদালতই তাকে মুক্তি দিতে পারে।

মন্ত্রী বলেন,বিএনপি সবসময় হুমকি দেয় যে, বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য তারা আন্দোলন গড়ে তুলবে। কিন্তু তার মুক্তি আদালতের ব্যাপার এবং অন্য কোন পথ নেই।তিনি বলেন, বিএনপি গত সাড়ে ১০ বছরে কোন আন্দোলন করতে পারেনি। তিনি আরো বলেন,আমি বিএনপি নেতাদের প্রশ্ন করতে চাই- যেহেতু আইনী প্রক্রিয়া ছাড়া বেগম জিয়াকে মুক্ত করার কোন বিকল্প নেই। অতএব তাকে মুক্ত করতে নেতারা কোন পথে যাবেন।

আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড় হাছান বলেন,আমরা দেখছি তারা (বিএনপি নেতারা) তাকে মুক্ত করতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বিএনপির সংসদ সদস্যরা কয়েকদিন আগে খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করেছেন এবং তারা বলেছেন যে, তারা চিকিৎসার জন্য তাকে বিদেশে পাঠাবেন। প্রথমে মুক্তি বিষয়ে সমাধানে পৌঁছতে হবে এবং পরে তারা সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি কোথায় যাবেন।এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, বেগম জিয়া কোন রাজনৈতিক কারণে গ্রেফতার হয়নি এবং তিনি রাজবন্দি নন।তিনি বলেন, 'অতীতে অনেক রাজনৈতিক নেতা রাজনৈতিক কারণে গ্রেফতার হয়েছেন। ওইসব নেতৃবৃন্দের মুক্তির জন্য আন্দোলনও হয়েছে। কিন্তু বেগম জিয়ার বিষয়টি তেমন নয়। এতিমদের টাকা মেরে খাওয়ার কারণে দুর্নীতির মামলায় তিনি জেলে রয়েছেন।'

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার ব্যাপারে সম্প্রতি উইকিলিক্সের প্রকাশিত তথ্য সম্পর্কে ড় হাছান বলেন, ওই হামলার মূল পরিকল্পনাকারী ছিল তারেক রহমান এবং এ ব্যাপারে বেগম জিয়া ভালভাবেই অবগত ছিলেন। তিনি আরো বলেন, আদালতেও বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে।মন্ত্রী বলেন,তৎকালীন সরকার প্রধানের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এ ধরনের হামলা চালানো সম্ভব হতো না।তিনি বলেন, এই হামলার মূল উদ্দেশ্য ছিল আওয়ামী লীগকে নেতৃত্ব শূন্য এবং আওয়ামী লীগ সভাপতি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা করা। তিনি আরো বলেন, এখন আমি বিএনপি নেতাদের প্রশ্ন করতে চাই যে, উইকিলিক্সের তথ্য সম্পর্কে তারা কি বলবেন।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ সম্পর্কে ড় হাছান মাহমুদ বলেন, এখন সবগুলো সরকারি ও বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তাদের অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার করছে। এটি আসলেই দেশের জন্য একটা আনন্দের খবর।তিনি বলেন, বিটিভির ৪টি চ্যানেল কয়েক মাস আগে থেকেই নিরবচ্ছিন্নভাবে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর মাধ্যমে তাদের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে।পূর্ণাঙ্গ সার্ভিস প্রদানের জন্য বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটে সকল সুযোগ-সুবিধা রয়েছে।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার ৪৫টি টিভি চ্যানেলের লাইসেন্স প্রদান করলেও দেশে ৩৫টি টিভি চ্যানেল চালু রয়েছে।তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের যাত্রা শুরু হয়।ড় হাছান বলেন, দেশের সম্প্রচার মাধ্যমে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, 'আমরা ইতোমধ্যে গণমাধ্যমের স্বার্থে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এসব উদ্যোগ গণমাধ্যমে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবে।তিনি আরো বলেন, সম্প্রচার মাধ্যমকে পর্যায়ক্রমে ডিজিটালাইজ করতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।ব্রিফিংকালে তথ্য সচিব আবদুল মালেক উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরে তিস্তাসহ অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা নিয়ে সুখবর শুনতে চায় বিএনপি

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ০৩।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরে তিস্তাসহ অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা নিয়ে 'সুখবর' শুনতে চায় বিএনপি।বৃহস্পতিবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ আয়োজিত এক মানববন্ধনে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, প্রধানমন্ত্রী গেছেন ভারতে। ভারতের সঙ্গে এই সরকারের নাকি সবচেয়ে সুউচ্চ সম্পর্ক, পর্বতের শৃঙ্গের মতো সম্পর্ক।

তো বার বার আমরা হতাশ হই; যত বার যান দেখি যে, আমাদের যে মূল সমস্যাগুলো রয়েছে সেই সমস্যাগুলো সমাধান হয় না। কিন্তু আমরা দিয়ে আসি একেবারে উজাড় করে।ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে চার দিনের সরকারি সফরে বৃহস্পতিবার সকালে নয়াদিল্লিতে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তৃতীয় মেয়াদে সরকারপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর দিল্লিতে শেখ হাসিনার এই প্রথম সফরে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তি, আসামের নাগরিকপঞ্জি এবং সীমান্ত হত্যার প্রসঙ্গ তোলা হবে বলে আগেই জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন।বিএনপি মহাসচিব বলেন,আজকেও জনগণ আশা করবে, জনগণের যে প্রত্যাশা- তিস্তাসহ সকল অভিন্ন নদীর পানির যে ন্যায্য হিস্যা বাংলাদেশ পাবে, সেটা

ছয়ের পাতায়

দুই দিনের সীমান্ত সম্মেলনে যোগ দিতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর ১০ সদস্যের প্রতিনিধি দল ভারতে

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ০৩।। দুই দিনের সীমান্ত সম্মেলনে যোগ দিতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর ১০ সদস্যের প্রতিনিধি দল ভারত গেছে।যশোর-৪৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সেলিম রেজা জানান, বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় বেনাপোল আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট দিয়ে প্রতিনিধি দলটি ভারতে যায়।

বিজিবির প্রতিনিধি দলটি বেনাপোল-পেট্রাপোল চেকপোস্টের শূন্যরেখায় পৌঁছালে কলকাতা ৬৪ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক নিরোদ পাল তাদের ফুলের শুভেচ্ছা জানান।সেলিম রেজা বলেন, কলকাতায় ৪ থেকে ৬ অক্টোম্বর পর্যন্ত সীমান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে সীমান্ত পথে অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধ, চোরাচালান ও নারী-শিশু পাচার প্রতিরোধে করনীয় বিষয় বৈঠক হবে।

যশোর রিজিয়ন কমান্ডার বিগ্রেডিয়ার জেনারেল জালাল গনি খানের নের্তৃত্বে দশ সদস্যের প্রতিনিধি দলে রয়েছেন- রংপুরের রিজিয়ন কমান্ডার বেনজিন আহম্মেদ, রাজশাহীর সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মুশফিকুর রহমান মাসুম, খুলনা সেক্টর কমান্ডার আরশাদুজ্জামান খান, স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল আহম্মেদ জুনায়েদ, লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাহাদ নেওয়াজ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা আরিফ আহম্মেদ ও পারুল দেওয়ান, স্টাফ অফিসার মেজর নাজিম উদ্দীন ও মেজর মফিজুর রহমান।প্রতিনিধি দলটি ৬ অক্টোবর বেনাপোল চেকপোস্ট দিয়ে দেশ ফিরবেন বলে জানান সেলিম রহমান।

পুজা পরিক্রমা ২০১৯

স্মৃতি ক্লাব।

স্মৃতি ক্লাব।

শিব নগর মর্ডান ক্লাব।

শিব নগর মর্ডান ক্লাব।

অরুণ উদয় সংঘ।

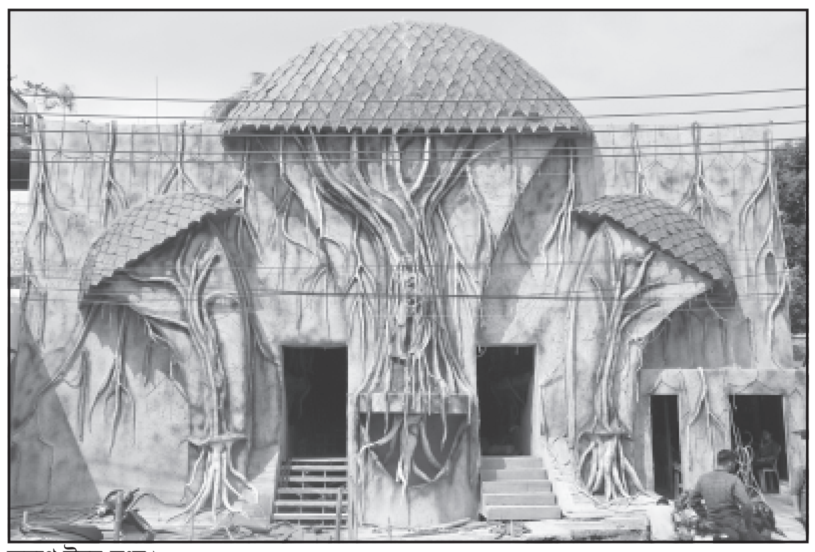
অরুণ উদয় সংঘ।

চলমান সংঘ।

নবদিগন্ত ক্লাব।

নবদিগন্ত ক্লাব।

যুব সমাজ ক্লাব।

যুব সমাজ ক্লাব।

শিব নগর মর্ডান ক্লাব।

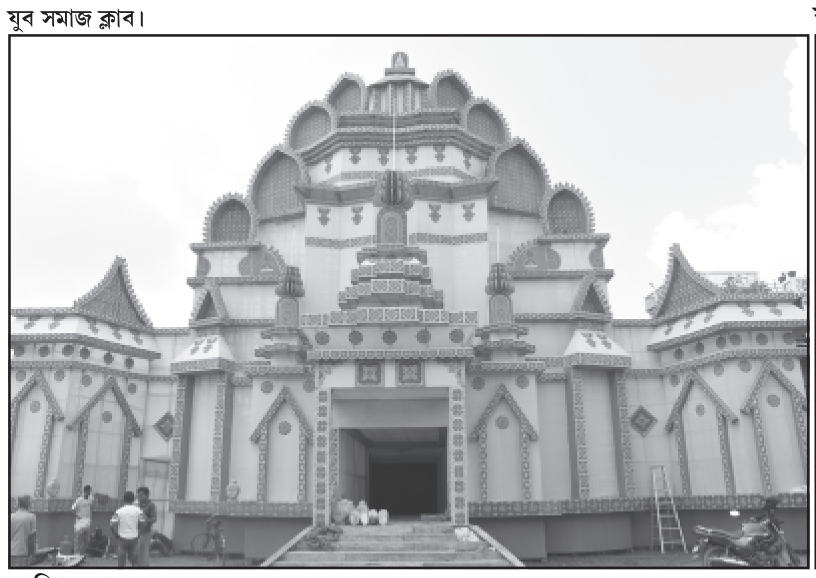
নবদিগন্ত ক্লাব।

নবদিগন্ত ক্লাব।

শিব নগর মর্ডান ক্লাব।

চিত্তরঞ্জন ক্লাব।

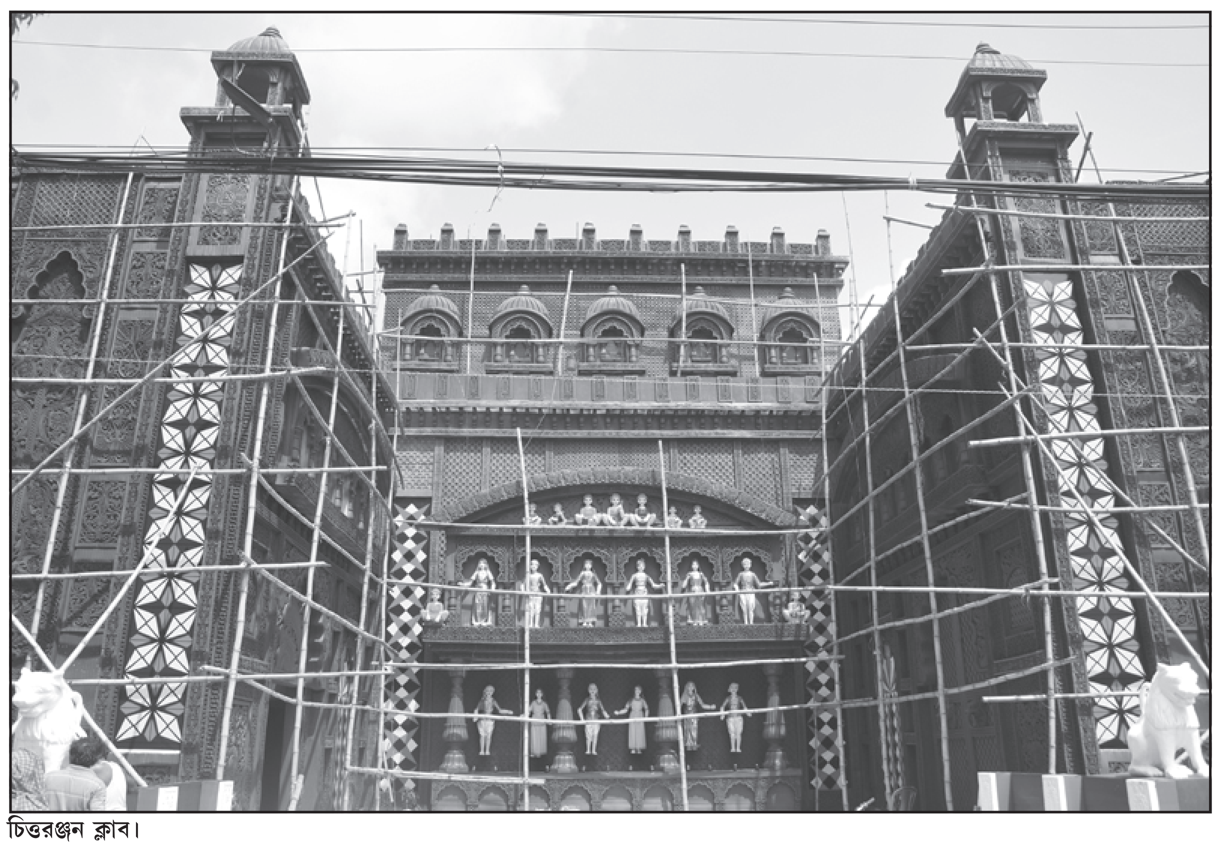
চিত্তরঞ্জন ক্লাব।

বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগমের সামনে পুজোয় নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুতের দাবিতে বাম যুব ছাত্র সংগঠন। ছবি- নিজস্ব।

জীবন্ত ও রাজস্থানী সাজে প্রতিমা ও কাঠপুতুলে তৈরি মণ্ডপ এবার নজর কাড়বে পাথারকান্দি মধ্যবাজারের পুজো

পাথারকান্দি (অসম), ৩ অক্টোবর (হি.স.) : বিরল ভাবনা আর সুক্ষ্ম হাতের কারিগরিয়ানায় রাজস্থানী সাজ এবং চোখ ধাঁধানো মানবচৈতন্য প্রতিমা এবার নজর কাড়বে পাথারকান্দির প্রাচীন মধ্যবাজার সর্বজনীন দুর্গাপুজো। ২০১১ সালে একই ভাবনায় অতুলনীয় সুন্দর মানবচৈতন্যের প্রতিমা দর্শন করতে পুজোর তিনদিন মানুষের ঢল নেমেছিল এই পুজো মণ্ডপে। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এবার এক ব্যতিক্রমী মুন্সিয়ানায় তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ। দাবি আয়োজকদের।
তবে গত এগারো সালের জীবন্ত মানবপ্রতিমা দর্শনে জনস্রোতের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এবার অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বেশকিছু জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে পুজো কমিটি।
নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে নিয়োগ করা হয়েছে বহু স্বেচ্ছাসেবক। চৈতন্য মানবপ্রতিমা দর্শনে মোবাইল, ক্যামেরা-সহ ইলেকট্রনিক সবধরনের ডিভাইসের সাহায্যে ফ্ল্যাশ দিয়ে ফটো তোলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাথারকান্দি শহরের বাকি মণ্ডপগুলো থেকে বরাবরই মধ্যবাজার সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি প্রতিমা, আলোকসজ্জা ও মণ্ডপ তৈরিতে নতুনত্ব প্রদর্শন করে থাকে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ছোট্ট এই শহরবাসীর কাছে এই পুজো দর্শনার্থীদের আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে বলে মত আয়োজক মণ্ডলীর। বৃহত্তর এলাকায় প্রাচীন পুতুলনাচ যখন বিলুপ্তির পথে, ঠিক তখনই রাজস্থান থেকে নিয়ে আসা বেশকিছু ছোট ছোট কাঠের পুতুলের মাধ্যমে প্রাচীন এই শিল্পকে নতুন প্রজন্মের কাছে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে প্রায় দশ ফুট উঁচু মণ্ডপের ভেতরে বালাকোট, কাশ্মীর সীমান্ত, ৩৭০ ধারা বাতিল, চন্দ্রযান-টুয়ের মতো সাম্প্রতিককালের বেশকিছু ঘটনাবলি ছাড়াও বর্তমান সরকারের জনমুখি বিভিন্ন পদক্ষেপের ছোট ছোট হোর্ডিং দর্শকদের মনে যথেষ্ট সাড়া ফেলবে বলে আশাবাদী আয়োজকরা।
পুজো কমিটির তত্ত্বাবধানে জাতপাত থেকে দূরে সরে স্থানীয় শিল্পী প্রদীপ মালাকারের নেতৃত্বে আতাউর রহমান, সেলিম উদ্দিন, জয়নাল উদ্দিন, জীবান উদ্দিন বিশাল মণ্ডপ তৈরিতে তুলির শেষ টান দিতে রাতদিন কাজ করে যাচ্ছেন। আবহাওয়ার প্রতি লক্ষ্য রেখে ইতিমধ্যে করিমগঞ্জের প্রতিমা শিল্পালয় থেকে রাজস্থানী সাজে সজ্জিত দশভূজার সুন্দর মূর্তি নিয়ে আসা হয়েছে। তেমনি মণ্ডপের ভেতর ও বাইরে রকমারি আলোর রোশনাই নিশ্চিতভাবেই নজর কাড়বে সবার। শুক্রবার ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় স্থায়ী পুরোহিত প্রবীর ভট্টাচার্যের সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে চারদিন ব্যাপী পূজার্চনার সূচনা হবে। এতসবের পাশাপাশি প্রতিবারের মতো এবারও পুজোর তিনদিন থাকবে দর্শনার্থীদের মধ্যে খিচুড়ি প্রসাদের ব্যবস্থা, জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

আমেরিকায় ভেঙে পড়ল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বোমারু বিমান, মৃত্যু ৭ জনের

নিউইয়র্ক, ৩ অক্টোবর (হি.স.): আমেরিকায় ভেঙে পড়ল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের বোমারু বিমানঊ আমেরিকার সময় অনুযায়ী বুধবার সকাল ৯.৪৫ মিনিট নাগাদ আমেরিকার কানেক্টিকাটে ব্র্যাডলে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভেঙে পড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের বোয়িং বি-১৭ বিমানঊ মাটিতে আছড়ে পড়ার পরই বিমানটিতে আগুন ধরে যায়ঊ বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৭ জনেরঊ এছাড়াও ৭ জন গুরুতর আহত হয়েছেনঊ ব্র্যাডলে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সূত্রের খবর, বুধবার সকাল ৯.৪৫ মিনিট নাগাদ টেকঅফ করেছিল বি-১৭ বিমানটিঊ টেকঅফের ৫ মিনিটের মধ্যেই গোলযোগ ধরা পড়ে, জরুরি অবতরণের চেষ্টাও করেছিলেন পাইলটঊ কিন্তু, ততক্ষণে সবশেষ! সকাল ৯.৫৪ মিনিট নাগাদ মাটিতে আছড়ে পড়ে বোয়িং বি-১৭ বিমানঊ মাটিতে আছড়ে পড়ার পরই দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুনের লেলিহান শিখাঊ আগুনের ঝলসে মৃত্যু হয়েছে ৭ জনেরঊ কানেক্টিকাট এয়ারপোর্ট অথরিটি এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর কেভিন ডিল্লন জানিয়েছেন, 'আমরা লক্ষ্য করেছি বিমানটি খুব বেশি উচ্চতায় উড়তে পারেনিঊ' দুর্ঘটনাগ্রস্ত বোয়িং বি-১৭ বিমানে মোট ১৩ জন ছিলেন, দু'জন পাইলট, একজন অ্যাটেন্ডেন্ট এবং ১০ জন যাত্রীঊ বিমান মাটিতে আছড়ে পড়ায় একজন গ্রাউন্ড স্টাফও আহত হয়েছেন।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান, নিউদিল্লি-কাটরা "বন্দে ভারত এক্সপ্রেস" ট্রেনের শুভারম্ভ করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও রেলমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর (হি.স.): দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান। শুভারম্ভ হল নিউদিল্লি থেকে কাটরা (মাতা বৈষ্ণোদেবী) পর্যন্ত "বন্দে ভারত এক্সপ্রেস" ট্রেনের। বৃহস্পতিবার সকালে নিউদিল্লি রেল স্টেশনে সবুজ পতাকা নেড়ে নিউদিল্লি-কাটরা "বন্দে ভারত এক্সপ্রেস" ট্রেনের (ট্রেন ১৮) শুভারম্ভ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডা. জীতেন্দ্র সিং ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হর্ষ বর্ধন প্রমুখ। এদিন নিউদিল্লি-কাটরা "বন্দে ভারত এক্সপ্রেস" ট্রেনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, "ভারতে তৈরি হওয়া এই ট্রেনের উদ্বোধনে আমি ভীষণ গর্বিত। রেলের গতি, দক্ষতা এবং পরিষেবার কথা মাথায় রেখে নিজস্ব লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগোচ্ছে ভারতীয় রেল।"
অমিত শাহ আরও বলেছেন, "৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল হওয়ার আগে, জম্মু ও কাশ্মীরের উন্নয়নের পথে অনেক বাধা ছিল। আগামী ১০ বছরের মধ্যেই অন্যতম উন্নত রাজ্য হিসেবে উন্নীত হবে জম্মু ও কাশ্মীর। বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের মাধ্যমে উন্নয়নের যাত্রা শুরু হয়েছে।"
নিউদিল্লি-কাটরা "বন্দে ভারত এক্সপ্রেস" ট্রেনের শুভারম্ভ হওয়ার পর আরও দ্রুত হল বৈষ্ণোদেবী দর্শন। ইতিমধ্যেই বুকিং শুরু হয়ে গিয়েছে নিউদিল্লি-কাটরা বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের। আগামী ৫ অক্টোবর থেকে বাণিজ্যিকভাবে চালু হতে চলেছে নিউদিল্লি-কাটরা বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে শুরু হয়েছে টিকিট বুকিং। সুপারফাস্ট এই ট্রেনটি নিউদিল্লি থেকে কাটরা রেলযাত্রার সময় বেশ কিছুটা হলেও কমাবে। বর্তমানে বৈষ্ণোদেবী দর্শনের পথে শেষ রেলস্টেশন কাটরা পৌঁছতে সময় লাগে ১২ ঘণ্টা।
বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এই পথ পাড়ি দেবে মাত্র ৮ ঘণ্টায়। মঙ্গলবার ছাড়া সপ্তাহের প্রতিদিন চলবে এই ট্রেন।

মধ্যপ্রদেশে রেলিং ভেঙে নদীতে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই বাস : মৃত্যু ৬ জন যাত্রীর, আহত কমপক্ষে ১৯ জন

রাইসেন (মধ্যপ্রদেশ), ৩ অক্টোবর (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের রাইসেন জেলায় রেলিং ভেঙে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীতে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি বাস। ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জন যাত্রীর। সৌভাগ্যবশত প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন কমপক্ষে ১৯ জন যাত্রী। তাঁদের মধ্যে অনেকেরই শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, বুধবার গভীর রাতে রাইসেন থেকে ছাতারপুর অভিমুখে যাচ্ছিল যাত্রীবোঝাই একটি বাস। গভীর রাত তখন ১.৩০ মিনিট হবে, রাতের অন্ধকারে রেলিং ভেঙে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে নদীতে পড়ে যায় বাসটি। দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী ও উদ্ধারকারী দল। নদীতে ডুবে যাওয়া দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসের ভিতর থেকে ১৯ জন যাত্রীকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে দুঃসংবাদ হল, দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৬ জন যাত্রীর। এখনও নিখোঁজ ৫-১০ জন যাত্রী। পুলিশ সূত্রের খবর, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিতে ৩০-৩৫ জন যাত্রী ছিলেন।
কালেক্টর ওমশঙ্কর ভার্গব জানিয়েছেন, বুধবার গভীর রাতে ওম সাই রাম ট্রাভেলস-এর যাত্রীবোঝাই বাস ব্রিজের উপর বড়বড় গর্তের কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেলিং ভেঙে নদীতে পড়ে যায়। বৃহস্পতিবার ভোররাত পর্যন্ত ৬ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আহত অবস্থায় ১৯ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও বেশ কয়েকজন নিখোঁজ রয়েছেন।

বিএসএফ-বিজিবি'র আঞ্চলিক কমান্ডার বৈঠক শুরু

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি. স.) : সীমান্তে নজরদারির কড়া বার্তা দিয়ে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এর জের মিটতে না মিটতেই দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের সদর দফতর কলকাতার রাজারহাটে বিএসএফ এবং বিজিবি (বর্ডার গার্ড অব বাংলাদেশ)-র আঞ্চলিক কমান্ডারদের মধ্যে সীমান্ত সমন্বয় বৈঠক শুরু হল।
সূত্রের খবর, এদিন বৈঠকে সীমান্ত সংক্রান্ত, চোরাচালান, সীমান্তবর্তী এলাকায় বেআইনিভাবে অস্ত্র লেনদেনে প্রতিরোধ সহ একাধিক বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা করা হয়। এই সম্মেলনে বিএসএফের তরফে আইজি (দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ার, উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ার, গুয়াহাটি) ওয়াই

ছয়ের পাতায়

বর্ণাঢ্য বাইক মিছিল করে মনোনয়ন পত্র পেশ বিজেপির রাজ্য সভাপতির

পুণে, ৩ অক্টোবর (হি.স.) : ছত্রপতি শিবাজির মূর্তিতে মালা পরিয়ে বিশাল মোটরবাইক মিছিল করে জেলাশাসকের দফতরে গিয়ে নিজের মনোনয়ন পত্র জমা দেন মহারাষ্ট্র বিজেপির রাজ্য সভাপতি চন্দ্রকান্ত পাটিল।
বৃহস্পতিবার সকালে কোথরুড বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হিসেবে নিজের মনোনয়ন পত্র পেশ করেন তিনি। এদিন পুণের সাংসদ গিরিশ বাপতকে নিয়ে মনোনয়ন পত্র জমা দেন। ব্রাহ্মণ প্রভাবিত কোথরুডে গত বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করেছিল বিজেপি। সেবার বিজেপির টিকিটে জয়লাভ করেছিলেন মেধা কুলকর্নি। কিন্তু এবার মেধাকে প্রার্থী না করে চন্দ্রকান্ত পাটিলের উপরই আস্থা রেখেছে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। বিশাল মোটর বাইক মিছিল করে মনোনয়ন পত্র জমা দেন তিনি।
অন্যদিকে, দলীয় প্রার্থী না হতে পেরে হতাশা প্রকাশ করেছেন মেধা কুলকর্নি। সূত্রের খবর চন্দ্রকান্ত পাটিল প্রার্থী হওয়ায় স্থানীয় বিজেপিকর্মীরা এবং ব্রাহ্মণ সংগঠনের সদস্যরাও ক্ষুব্ধ। এমনকি চন্দ্রকান্ত পাটিলকে বহিরাগত আখ্যা দিয়ে পোস্টারও পড়েছে গোটা কোথরুড বিধানসভা কেন্দ্র জুড়ে। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার পর টুইট করে জয়ের ব্যাপারে আশা প্রকাশ করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি।

ফের নিম্নমুখী পেট্রোল-ডিজেল, খানিকটা সস্তা জ্বালানি তেলের দর

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর (হি.স.): বিশ্ব বাজারে অপরিশোধিত তেল সস্তা হওয়ার জেরে দাম কমলো পেট্রোল-ডিজেলের। সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিয়ে বৃহস্পতিবার রাজধানী দিল্লি-সহ সমস্ত মেট্রো সিটিতে সস্তা হয়েছে পেট্রোল-ডিজেলের দর। কলকাতায় বৃহস্পতিবার ০.০৯ পয়সা কমেছে পেট্রোলের দামঊ কলকাতায় আইওসি-র পাম্পে এদিন পেট্রোলের দাম দাঁড়িয়েছে লিটারে ৭৭.১৪ টাকা। ডিজেলের দাম মাত্র ০.০৬ পয়সা কমে হয়েছে ৬৯.৭৯ টাকা।
পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার পাশাপাশি, বৃহস্পতিবার. পেট্রোল-ডিজেলের দাম কমেছে দিল্লি ও মুম্বইতেঊ দিল্লিতে ০.১০ পয়সা কমার পর পেট্রোলের দাম এখন ৭৪.৫১ টাকা প্রতি লিটার এবং ০.০৬ পয়সা কমার পর ডিজেলের দাম এখন ৬৭.৪৩ টাকাঊ পাশাপাশি মুম্বইয়েও ০.১০ পয়সা কমেছে পেট্রোলের দাম এবং ০.০৭ পয়সা কমেছে ডিজেলের দামঊ মুম্বইয়ে পেট্রোল-ডিজেলের নতুন দাম, যথাক্রমে ৮০.১১ টাকা প্রতি লিটার (পেট্রোল) এবং ৭০.৬৯ টাকা প্রতি লিটার (ডিজেল)ঊ প্রসঙ্গত, উৎসবের মরশুমে জ্বালানি তেলের দর কমায় হাঁফ ছেড়েছেন সাধারণ মানুষ।

পঞ্চমীর ভোরেই বৃষ্টিতে ভিজল তিলোত্তমা, পুজোয়-বর্ষণে মুখভার বাঙালির

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি.স.): এবারের শারোদতবে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছেইঊ উতবের আমেজ ভেস্তে দিতে রীতিমতো চোখ রাঙাচ্ছে 'অসুর বৃষ্টি'ঊ নীল আকাশ উধাওঊ মেঘে ঢাকা শহর ছাড়িয়ে গ্রামের আকাশঊ চতুর্থীতে তিলোত্তমার আকাশ পরিষ্কার থাকলেও, পঞ্চমীর ভোর থেকেই বৃষ্টিতে ভিজল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাঊ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে ষষ্ঠীতেওঊ তাই মুখভার আপামর বাঙালিরঊ বর্ষাসুরের চোখ রাঙানিতে পুজোটাই না মাটি হয়ে যায়!
মৌসুমী বায়ু সক্রিয় হয়ে উঠেছেঊ তার সঙ্গে বঙ্গোপসাগরে নতুন একটি নিম্নচাপের সম্ভাবনা থাকায় পুজোয় এবার বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছেইঊ পঞ্চমী অর্থাই বৃহস্পতিবার কাকভোরেই বৃষ্টিপাত হয় কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়ঊ সকাল সাতটা পর্যন্ত বৃষ্টি হয়ছে ৫.৯ মিলিমিটারঊ সকাল থেকেই তিলোত্তমার আকাশ আংশিক মেঘলা ছিলঊ আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, ষষ্ঠীতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছেঊ আবার নবমী থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে, চলবে দশমী পর্যন্তঊ পুজোটা এবার মাটি না হয়, তা আগেভাগেই ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে পড়েছেন অনেকেই

নিউদিল্লি-কাটরা বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের সৌজন্যে ধর্মীয় পর্যটনে বাড়বে উতাহ : অমিত শাহম

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর (হি.স.): দীর্ঘ দিনের প্রতীক্ষা শেষে বৃহস্পতিবার সকালে নিউদিল্লি রেল স্টেশন থেকে সবুজ পতাকা নেড়ে নিউদিল্লি-কাটরা (বৈষ্ণোদেবী) 'বন্দে ভারত এক্সপ্রেস' ট্রেনের আনুষ্ঠানিক যাত্রার শুভ সূচনা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলঊ নিউদিল্লি-কাটরা 'বন্দে ভারত এক্সপ্রেস' ট্রেনের শুভ সূচনা করার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, নিউদিল্লি-কাটরা বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের সৌজন্যে জম্মু ও কাশ্মীরে ধর্মীয় পর্যটনে বাড়বে উতাহঊ নবরাত্রির শুভক্ষণে সেমি-হাইস্পিড বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনকে 'বড় উপহার' আখ্যা দিয়ে অমিত শাহ বলেছেন, 'হাইস্পিড বন্দে ভারত ট্রেন মাতা বৈষ্ণোদেবী দরবারে পৌঁছবেঊ এর ফলে বৈষ্ণোদেবী পুন্যার্থীদের যথেষ্ট সুবিধা হবেঊ'
বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের ট্রায়াল রান আগেই সারা হয়ে গিয়েছিলঊ বৃহস্পতিবার থেকে অনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু হলঊ এদিন নিউদিল্লি-কাটরা 'বন্দে ভারত এক্সপ্রেস' ট্রেনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, 'ভারতে তৈরি হওয়া এই ট্রেনের উদ্বোধনে আমি ভীষণ গর্বিতঊ রেলের গতি, দক্ষতা এবং পরিষেবার কথা মাথায় রেখে নিজস্ব লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগোচ্ছে ভারতীয় রেলঊ অমিত শাহ আরও বলেছেন, '৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল হওয়ার আগে, জম্মু ও কাশ্মীরের উন্নয়নের পথে অনেক বাধা ছিলঊ আগামী ১০ বছরের মধ্যেই অন্যতম উন্নত রাজ্য হিসেবে উন্নীত হবে জম্মু ও কাশ্মীরঊ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের মাধ্যমে উন্নয়নের যাত্রা শুরু হয়েছেঊ' রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এদিন বলেছেন, '১৫ আগস্ট, ২০২২ সালের মধ্যে রেলের সাহায্যে দেশের কাশ্মীর থেকে কণ্যাকুমারী পর্যন্ত সংযুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।
সেমি-হাইস্পিড বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনে রয়েছে মোট ১৬টি কামরাঊ প্রতিটি কোচেই থাকবে প্রতিবন্ধী সহায়ক টয়লেটের ব্যবস্থাঊ রয়েছে সিসিটিভির নজরদারির ব্যবস্থাঊ এছাড়াও দু'টি ড্রাইভার কার, দু'টি এক্সিকিউটিভ চেয়ার কার এবং ১২টি চেয়ার কার কোচ থাকবেঊ ট্রেনের প্রতিটি দরজা স্বয়ংক্রিয় ও ট্রেন ছাড়ার পর তা নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যাবেঊ পরীক্ষামূলক যাত্রায় বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের গতি ছিল প্রতি ঘন্টায় ১৮০ কিলোমিটারঊ তবে, যাত্রী নিয়ে এই ট্রেন ছুটবে ১৩০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টার গতিতেঊ দিল্লি থেকে মাত্র ৮ ঘন্টাতেই কাটরা পৌঁছে যাবে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসঊ দেশের দ্বিতীয় বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সূচি : দিল্লি রেল স্টেশন থেকে সকাল ছ'টায় ছাড়বে, কাটরা পৌঁছবে দুপুর দু'টোয়ঊ এরপর বিকেল তিনটে নাগাদ কাটরা থেকে ছাড়বে, দিল্লিতে এসে পৌঁছবে রাত এগারোটায়।

গান্ধী সঙ্কল্প যাত্রা : পদযাত্রার দ্বিতীয় দিন বাপুকে শ্রদ্ধাঞ্জলি সাংসদ আর কে সিনহার

পূর্ব চম্পারণণ (বিহার), ৩ অক্টোবর (হি.স.): দ্বিতীয় দিনে পড়ল প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা হিন্দুস্থান সমাচার সংবাদ সংস্থার চেয়ারম্যান রবীন্দ্র কিশোর সিনহার 'গান্ধী সঙ্কল্প যাত্রা'ঊ বৃহস্পতিবার সকালে বিহারের মোতিহারিতে অবস্থিত সার্কিট হাউজে সাংসদ আর কে সিনহাকে স্বাগত জানান কিষাণ মোর্চার রাজ্য সভাপতি অখিলেশ সিং, নগর পরিষদ সভাপতি রবিভূষণ প্রমুখঊ সেখান থেকে পূর্ব চম্পারণের চিরাইয়া বিধানসভা এলাকায় জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর দ্বারা ১৯১৭ সালে স্থাপিত মধুবনী গান্ধী আশ্রমে যান প্রবীণ বিজেপি নেতা আর কে সিনহাঊ সেখানে আর কে সিনহাকে ফুল-মালা দিয়ে স্বাগত জানান চিরাইয়া বিধানসভা আসনের বিধায়ক লালবাবু প্রসাদ গুপ্তা-সহ বিশিষ্টজনরাঊ গান্ধী সঙ্কল্প যাত্রা-র দ্বিতীয় দিন, বৃহস্পতিবার মধুবনী গান্ধী আশ্রমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও লোকগীতির আয়োজন করা হয়ঊ মধুবনী গান্ধী আশ্রমে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে মালা পরিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন করেন সাংসদ আর কে সিনহাঊ মধুবনী গান্ধী আশ্রমে পদযাত্রা-সভার আয়োজন করা হয়ঊ পদযাত্রা-সভায় বক্তব্য রাখেন সাংসদ আর কে সিনহাঊ উপস্থিত ছিলেন রাণা রণধীর সিং এবং লালবাবু প্রসাদ গুপ্তা প্রমুখ বিশিষ্টজনরা।

আইএনএক্স মিডিয়া মামলা : ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পালানিয়াপ্পন চিদম্বরম

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর (হি.স.): আইএনএক্স মিডিয়া (সিবিআই) মামলায় বিচার বিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ বাড়ল প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পালানিয়াপ্পন চিদম্বরমেরঊ আগামী ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত পি চিদম্বরমের বিচার বিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ বাড়িয়েছে দিল্লির বিশেষ আদালতঊ আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় গত ৫ সেপ্টেম্বর থেকে তিহাড় জেলে বন্দি রয়েছেন পি চিদম্বরম।
বিচার বিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর, বৃহস্পতিবারই দিল্লির বিশেষ আদালতে তোলা হয় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমকেঊ কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে এদিন দিল্লির বিশেষ আদালতে তোলা হয় পি চিদম্বরমকেঊ আপাতত তিহাড় জেলেই থাকতে হবে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরমকেঊ আগামী ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত পি চিদম্বরমের বিচার বিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ বাড়িয়েছে দিল্লির বিশেষ আদালত।
এদিকে, আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় সুপ্রিম কোর্টে জামিনের আবেদন জানালেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরমঊ গত ৩০ সেপ্টেম্বর পি চিদম্বরমের জামিনের আর্জি খারিজ করে দিয়েছিল দিল্লি হাইকোর্টঊ দিল্লি হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন পি চিদম্বরম।

আরএসএসের প্রধান কার্যালয়ে মিঠুন, তুঙ্গে রাজনৈতিক জল্পনা

নাগপুর, ৩ অক্টবর (হি.স.) : বিখ্যাত বলিউড অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী নাগপুরে অবস্থিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয়ে গিয়েছেন। বিগত কয়েক বছর ধরে রাজনৈতিক পরিসর থেকে দূরে থাকা মিঠুন হঠাৎ করে আরএসএস প্রধান কার্যালয়ে যাওয়া নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে।
বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা ৩০মিনিট নাগাদ নাগপুরে আরএসএসের প্রধান কার্যালয়ে আসেন ডিসকো ডান্সার খ্যাত মিঠুন। বিমানবন্দর থেকে নেমেই তিনি সোজা সঙ্ঘের কার্যালয়ে পৌঁছিয়ে যান। সঙ্ঘের পদাধিকারিদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। এই উপলক্ষ্যে প্রচারক প্রসাদ মহানকর তাঁকে ডাঃ হেডগেওয়ার এবং সংঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রী মাধব রাও সদাশিব রাও গোলওয়ালকর গুরুজির মূর্তি উপহার হিসেবে প্রদান করেন। প্রায় ৩০ মিনিট আরএসএসের প্রধান কার্যালয়ে থাকেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার জয়ী এই অভিনেতা।
অভিনয় জীবনে আসার আগে নকশাল আন্দোলনের খুবই কাছে ছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। পরে আস্থা হারিয়ে তিনি এই পথ থেকে সরে আসেন। পরবর্তীকালে বর্ষীয়ায় সিপিআই(এম) নেতা সুভাষ চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ হয়। কিন্তু কখনও প্রত্যক্ষ ভাবে সিপিআই(এম)-এর রাজনীতির মঞ্চে তাঁকে দেখা যায়নি। সারদার ব্রান্ড অ্যাম্বেসেডর হন। কিন্তু দুর্নীতির মামলা প্রকাশ্যে আসতেই তিনি সারদার থেকে পাওয়া ১.১৯ কোটি টাকা ইডি-কে ফেরত দিয়ে দেয়। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে তাঁকে রাজ্যসভার সাংসদ করে পাঠানো হয়। ২০ মাস রাজ্যসভার সাংসদ থাকার পর ইস্তফা দিয়ে দেন তিনি।

রাজধানীতে সন্ত্রাসী হামলার আশঙ্কা ! সন্দেহজনক এলাকায় তল্লাশি দিল্লি পুলিশের

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর (হি.স.): উতবের মরশুমেই নাশকতার ছক রাজধানী দিল্লিতেঊ নবরাত্রির মধ্যেই দিল্লিতে হামলা চালাতে পারে সন্ত্রাসবাদীরাঊ দিল্লিতে সন্ত্রাসী হামলা সম্পর্কে সতর্ক করেছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলিঊ এই সতর্কবার্তা পাওয়ার পরই কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে দিল্লি পুলিশের স্পেশ্যাল সেলঊ জোরদার তল্লাশি চালানো হচ্ছে সন্দেহজনক এলাকায়ঊ পাশাপাশি দিল্লির বিভিন্ন শপিং মল, মেট্রো স্টেশন, রেল স্টেশন, জনবহুল বাজার প্রভৃতি জায়গায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছেঊ
বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই দিল্লির বিভিন্ন অংশে তল্লাশি শুরু করেছে দিল্লি পুলিশের স্পেশ্যাল সেলঊ দিল্লি পুলিশের অ্যান্টি-টেররিস্ট স্কোয়াডও নজরদারি চালাচ্ছে রাজধানী বিভিন্ন এলাকায়ঊ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর, সীমান্ত পেরিয়ে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী ইতিমধ্যেই দিল্লি ও সংলগ্ন এলাকায় ঘাঁটি গেড়েছেঊ উতবের আমেজকে ভেস্তে দিতে, নবরাত্রির মধ্যেই সন্ত্রাসী হামলা চালাতে পারে জঙ্গিরাঊ তাই কড়া নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে রাজধানীকে।

ফের ভাঙন কংগ্রেসে, বিজেপিতে যোগ দিলেন নীতেশ রাণে

মুম্বই, ৩ অক্টোবর (হি.স.): আগামী ২১ অক্টোবর মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচনঊ মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ফের ভাঙন ধরল কংগ্রেসেঊ বৃহস্পতিবার ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে যোগ দিলেন প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক তথা মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নারায়ণ রাণে-র ছেলে নীতেশ রাণেঊ রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন, মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে কাঙ্কাভালি বিধানসভা আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন নীতেশ রাণেঊ
প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের টিকিটে মহারাষ্ট্রের সিন্ধুদুর্গ জেলার কাঙ্কাভালি আসন থেকে ভোটে লড়েছিলেন নীতেশঊ পরাজিত করেছিলেন বিজেপির প্রমোদ জাথারকেঊ ইতিমধ্যেই নীতেশের বাবা নারায়ণ রাণে জানিয়েছেন, বিজেপির দ্বিতীয় প্রার্থী তালিকায় নাম থাকতে পারে নীতেশেরঊ প্রার্থী করা হতে পারে কাঙ্কাভালি আসন থেকে

কর্তারপুর করিডর উদ্বোধনে পাকিস্তান যাত্রা করলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর (হি.স.) : ঐতিহাসিক কর্তারপুর করিডর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে পাকিস্তান যাত্রা করলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। ভারত থেকে কর্তারপুরে যাওয়া তীর্থযাত্রীদের প্রথম ব্যাচে ছিলেন তিনি। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরেন্দ্র সিং-এর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মনমোহন সিং। গত কয়েকদিন ধরে গুরুনানকের জন্মদিনে করতারপুরে মনমোহন সিং যাবেন কিনা তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল।

কর্মসূচি অনুযায়ী মনমোহন সিং-এর সঙ্গে থাকবেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরেন্দ্র সিং, মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা উপদেষ্টা রভীন ঠাকরাল। ভারতের দিকে সুলতানপুর লোধিতে মূল অনুষ্ঠানেও উপস্থিত থাকবেন মনমোহন সিং। এদিন সকালে কর্তারপুর করিডরের উদ্বোধনে উপস্থিত থাকার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন অমরেন্দ্র সিং। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকও করেন তিনি। নভেম্বর গুরু নানকের ৫৫০ তম প্রকাশ পর্বের জন্য রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। পরে নিজের ট্যুইটবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী লেখেন গুরুদ্বার নানকা সাহেব যাওয়ার জন্য বিশেষ প্রতিনিধি দলকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। নগর কীর্তন করারও ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে আগামী ৯ নভেম্বর উদ্বোধন করে আনুষ্ঠানিক ভাবে খোলা হবে কর্তারপুর করিডর। হিন্দুস্থান সমাচার/ সঞ্জয়

ভেঙে পড়ল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত যুদ্ধবিমান

ওয়াশিংটন, ৩ অক্টোবর (হি.স.) : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত একটি যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়ল আমেরিকার কানেক্টিকাটে। এই ঘটনায় বিমান-কর্মী ও যাত্রী মিলিয়ে মৃত্যু হয়েছে অন্তত সাত জনের। ব্র্যাডলে আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টে অবতরণ করার সময় আছড়ে পড়ে বিমানটি।

বোয়িং বি-১৭ এয়ারক্র্যাফটটি কলিংস ফাউন্ডেশন নামে ক্যাটারিং সংস্থা পর্যটনের কাজে ব্যবহার করে। ভিনটেজ প্লেনে সফর করতে ইচ্ছুক পর্যটকদের উড়ানের ব্যবস্থা করে এই সংস্থা। এই বোমারু বিমানটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি ও জাপানের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল। দুর্ঘটনার সময় বিমানে ছিলেন ১০ জন যাত্রী ও তিনজন বিমানকর্মী।

দুর্ঘটনায় সাত যাত্রীর মৃত্যু ছাড়াও আহত হয়েছেন ৯ জন। এদের মধ্যে তিনজন তখন ল্যান্ডিং সাইটে ছিলেন। মাটিতে আছড়ে পড়েই আগুন ধরে যায় বিমানটিতে। আকাশে ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমানটির ইঞ্জিনে গোলমাল দেখা দেয় বলে জানান পাইলট। এমার্জেন্সি ল্যান্ডিং-এর আবেদনও জানান তিনি।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ডাবল সেঞ্চুরি করলেন ভারতের ওপেনার মায়াঙ্ক অগ্রবাল

বিশাখাপত্তনম, ৩ অক্টোবর (হি.স.) : ডাবল সেঞ্চুরি করলেন ভারতের ওপেনার মায়াঙ্ক অগ্রবাল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চলতি টেস্টে ভারতের প্রথম ইনিংসে ৩৭১ বল খেলে ২১৫ রান করেছেন মায়াঙ্ক।।

চলতি টেস্টে চালকের আসনে ভারত। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চলতি প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে সাত ইউকেট হারিয়ে ভারত করেছে ৫০২ রান ঊ যাতে বিশেষ অবদান রয়েছে ওপেনার মায়াঙ্ক অগ্রবালের ঊ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চলতি সিরিজের প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিন ডাবল সেঞ্চুরি করলেন ভারতের ওপেনার মায়াঙ্ক অগ্রবাল। টেস্ট কেরিয়ারে মায়াঙ্কের এটি প্রথম দ্বিশতরান। চলতি টেস্টে ভারতের প্রথম ইনিংসে ৩৭১ বল খেলে ২১৫ রান করেছেন মায়াঙ্ক।

এর আগে ভারতের চতুর্থ ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসেবে টেস্টে প্রথম সেঞ্চুরিকে দ্বিশতরানে পরিণত করলেন।এই তালিকায় প্রথমে রয়েছেন দিলীপ সরদেশাই। ১৯৬৫-তে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে তাঁর কেরিয়ারের প্রথম শতরানকে দ্বিশতরানে পরিণত করেছিলেন তিনি। ১৯৯৩-তে বিনোদ কাম্বলি এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। এরপর করুণ নায়ার ২০১৬-তে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টে এমনই পারফর্ম করেছিলেন। তিনি প্রথম সেঞ্চুরিকে শুধু ডাবলই নয়, ট্রিপল সেঞ্চুরিতে পরিণত করেছিলেন। ওই ইনিংসে নায়ার অপরাজিত ৩০৩ রান করেছিলেন।

গান্ধী জয়ন্তী নানা অনুষ্ঠানে পালিত

আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। আজ ঠাকুর প্রভাত চন্দ্র রায় মেমোরিয়াল সোসাইটির উদ্যোগে মহাত্মা গান্ধীর সার্ধ শত জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানটি নানা কর্মসূচীরর মধ্যে দিয়ে পালিত হয়। সকাল ১১টায় গান্ধীঘাটে গান্ধীজির সমাধিস্থলে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন সোসাইটির সভাপতি কিশোর রায়, প্রধান অতিথি নকুল দাস, সম্পাদিকা গৌতমী রায়, প্রাঃ অধ্যক্ষ মুজাহীদ রহমান প্রমুখরা। বিকাল চারটায় আলেখ সেবক সংঘে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সভাপতিত্ব করেন বর্ষীয়ান লেখক শ্যামল চৌধুরী। গান্ধীজির জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন রাজ্যের প্রতিথজশা সাংবাদিক সাহিত্যিক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

পরিষেবা

● **প্রথম পাতার পর**

রেল পরিষেবার ক্ষেত্রে যে সকল কাজ করেছে তাতে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে ত্রিপুরা।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধকের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, রাজ্য সরকার যাত্রীদের সুবিধার্থে দুর্গাপূজার আগে ডেমু রেল পরিষেবা চালু করার অঙ্গীকার করেছিল। আজ এই কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রেলমন্ত্রী-সহ রাজ্যের পরিবহণ দফতরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ২০১৪ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার এখন পর্যন্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রেল পরিষেবার ক্ষেত্রে যে সকল কাজ করেছে তাতে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে ত্রিপুরা। এই সময়ের মধ্যেই ত্রিপুরাসুন্দরী, হামসফর, কাঞ্চনজঙ্ঘা, দেওঘর, রাজধানী-সহ ৬-টি এক্সপ্রেস ট্রেন পরিষেবা শুরু হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরায় রেলের বিস্তারে ভবিষ্যত সম্ভাবনার তথ্য তুলে ধরেছেন। তাঁর কথায়, ধর্মনগর-কৈলাসহর-পেঁচারথলের মধ্যে ৪১.৭৫ কিমি রেলপথ নির্মাণের জন্য সমীক্ষার কাজ চলছে। এ-বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে সমীক্ষার কাজ শেষ হওয়ার পর রেলওয়ে ট্র্যাকের কাজ শুরু হবে। এর জন্য ব্যয় হবে ১৭১৩ কোটি টাকা। এই রেলপথের মাধ্যমে কৈলাসহরকেও রেল পরিষেবার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া সম্ভব হবে।

সাথে তিনি যোগ করেন, এছাড়া ধর্মনগর-পেঁচারথল-খোয়াই-আগরতলা- বিলোনিয়া পর্যন্ত বিকল্প রেলপথ নির্মাণের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ২০২০ সালের মধ্যে সমীক্ষার কাজ শেষ হলে রেলওয়ে ট্র্যাকের কাজ শুরু হবে। বিকল্প এই রেলপথটি তৈরি হলে ত্রিপুরায় প্রতিটি প্রান্ত রেলের সাথে জুড়ে যাবে। তাঁর দাবি, বিকল্প এই রেলপথ নির্মাণে ত্রিপুরায় ৬-৭ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে। তাতে রাজ্যের জিডিপি বাড়বে এবং রোজগার সৃষ্টির পাশাপাশি পরিকাঠামো উন্নয়ন হবে।

হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচন : অন্তিম প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল কংগ্রেস

চণ্ডীগড়, ৩ অক্টোবর (হি.স.): হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের অন্তিম প্রার্থী তালিকা প্রকাশ কংগ্রেসঊ অন্তিম প্রার্থী তালিকায় মোট ৬ জন প্রার্থীর নাম রয়েছেঊ এই ৬ জন প্রার্থী হলেন বেণু সিংলা আগরওয়াল, বিশান লাল সাইনি, মেওয়া সিং, শামশের সিং গোগি, প্রহ্লাদ সিং গিল্লানখেরা, ভূপেন্দর গাঙ্গুয়ারঊ

কংগ্রেসের প্রকাশিত প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী-আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট আসনের প্রার্থী হলেন বেণু সিংলা আগরওয়াল, রাদাউর আসনের বিশান লাল সাইনি, লাডবা আসনের কংগ্রেস প্রার্থী হলেন মেওয়া সিং, আসানধ বিধানসভা আসনের প্রার্থী হলেন শামশের সিং গোগি, ফতেহাবাদ আসনের কংগ্রেস প্রার্থী করা হয়েছে প্রহ্লাদ সিং গিল্লানখেরাকে এবং বারওয়ালা আসনের প্রার্থী হলেন ভূপেন্দর গাঙ্গুয়ারঊ প্রসঙ্গত, আগামী ২১ অক্টোবর হরিয়ানায় এক দফায় বিধানসভা ভোটঊ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবে ২৪ অক্টোবরঊ

কংগ্রেসের সমস্ত পদ থেকে ইস্তফা অশোক তানওয়ার

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর (হি.স.) : হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের আগে জোর ধাক্কা খেল কংগ্রেস। দলের সমস্ত কমিটির থেকে ইস্তফা দিয়েছেন অশোক তানওয়ার।

পাশাপাশি প্রকাশ্যে চলে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ দলীয় কোন্দল। বৃহস্পতিবার দিল্লির কনস্টিটিউশনাল ক্লাবে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অশোক তানওয়ার রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র সিং হুডার নিন্দায় সরব হয়ে বলেন, যারা দলের জন্য রক্ত ও ঘাম ঝরিয়েছে। তাদেরকে দলীয় টিকিট দেওয়ার বিষয়ে বঞ্চিত করা হয়েছে। বুধবার তিনি দাবি করেছিলেন পাঁচ কোটি টাকায় দলীয় টিকিট বিক্রি করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার দলের সমস্ত পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দেন। পাশাপাশি তিনি দাবি করেছেন, কংগ্রেসকে যারা দুর্বল করেছে, তাদেরকেই টিকিট দিয়েছে দল। এদিন নিজের ইস্তফা পত্র সোনিয়া গান্ধীর হাতে তুলে দেন। হরিয়ানা কংগ্রেস এখন হুড্ডা কংগ্রেসে পরিণত হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি। অশোক তানওয়ার আরও জানিয়েছেন, হাইকম্যান্ড নতুন মুখদের টিকিট দিতে চেয়েছিল। কিন্তু হুড্ডা তা হতে দেয়নি।

উড়ালপুল

● **প্রথম পাতার পর**

দেওয়া যায় না। তাতে যানজট মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে সেই অনুমান করছে ট্রাফিক দপ্তর। ফলে, এই দুর্গোৎসবের মুহূর্তে উড়ালপুলটি চালু করে দেওয়া হলে যানজট অনেকটাই কমবে বলে ধারনা করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, কোনও জৌলুস ছাড়াই নীরবে চালু হতে চলেছে উড়ালপুল। এই সিদ্ধান্তের যুক্তি কিংবা ব্যাখা রাজ্য প্রশাসনের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। তবে, সপ্তমির পূণ্যলগ্নে উড়ালপুল রাজ্যবাসীর জন্য খুলে দেওয়া হবে। সূত্রের দাবি, অনাথ শিশুদের হাত দিয়েই উড়ালপুলের সূচনা করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেই লক্ষ্যেই উড়ালপুলে চলছে শেষ তুলির টান। তাতে, উমাকান্ত একাডেমির লাগুয়া উড়ালপুল অভিমুখে রাস্তার ডান পাশে কয়েকটি গাছ ও গাছের ডালপালা কেটে ফেলা হয়েছে। এদিকে, উড়ালপুলেও ডিভাইডার বসানো থেকে শুরু করে আলো এবং রঙ লাগানোর কাজ নিখুত ভাবে সম্পন্ন করার জোর চেষ্টা চলছে।

টিআরটিসি কর্মীদের আন্দোলনের প্রস্তুতি

আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। টিআরটিসি মোটর ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এর আহ্বানে সকল শ্রমিক কর্মচারীদের নিয়ে এক জরুরী সভায় মিলিত হন। উক্ত সভায় টিআরটিসি শ্রমিক কর্মচারীদের নতুন বেতন বৃদ্ধি (৭ম বেতন) না হওয়ায় সর্বস্তরের শ্রমিক কর্মচারীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। আজ প্রায় বার মাস অতিক্রান্ত হচ্ছে। টিআরটিসিতে নতুন বেতন হয়নি। কিন্তু, সমস্ত সরকারী ও কিছু কিছু পিএসইউতে নতুন বেতন বৃদ্ধি হয়। টিআরটিসিতে এখনও নতুন বেতন না হওয়ায় শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হয়।

উক্ত সভায় সভাপতি সমর রায় এবং সাধারণ সম্পাদক দীপক দাস দীর্ঘ বক্তব্যে পূর্বের লড়াই সংগ্রামের ইতিহাস টেনে বলেন যে ১৮ মাস হয়ে গেল সরকার বিভিন্ন আমলা চক্রান্তের শিকার হওয়ায় টিআরটিসিতে এখনো নতুন বেতন এবং পুজা বোনাস হয়নি। তবে বিভিন্ন সময়ে নতুন বেতন বৃদ্ধি হোক বা ডিএ হোক পূর্বে সরকারী কর্মচারীদের মত পেয়ে যেত। দেওয়ালির আগে বোনাস এবং বর্ধিত বেতন না পাওয়া গেলে বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়া হবে। সভায় এও আলোচনা হয় যে টিআরটিসির চেয়ারম্যান যে ভাবে জনস্বার্থে কাজ করছেন তাহাকেও টিআরটিসির শ্রমিক কর্মচারীরা পূর্ণ সহযোগিতা করছেন এবং করবেন বলে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। টিআরটিসি মোটর ওয়ার্কাস ইউনিয়ন এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

জরুরী পরিষেবা

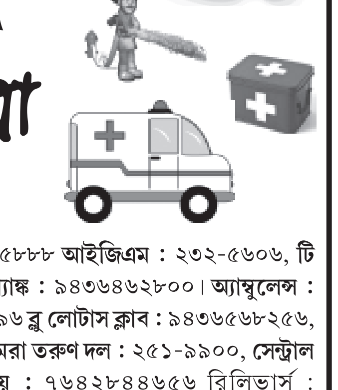

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কালওয়া-মুমব্রা বিধানসভা কেন্দ্রে মনোনয়ন জমা দিলেন জিতেন্দ্র আওহাদ

থানে, ৩ অক্টোবর (হি.স.) : আগামী ২১ অক্টোবর মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে বৃহস্পতিবার কালওয়া-মুমব্রা বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য নিজের মনোনয়ন পত্র পেশ করলেন জিতেন্দ্র আওহাদ।

এদিন বিশাল শোভাযাত্রা করে নিজের মনোনয়ন পত্র জমা দিতে যান তিনি। দলীয় প্রার্থীকে নিজে এসইউভি গাড়ি বসিয়ে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে নিয়ে যান এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পাওয়ার। উল্লেখ করা যেতে পারে গত বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেছিলেন জিতেন্দ্র আওহাদ। অন্যদিকে থানে শহর থেকে নিজের মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী সঞ্জয় কেলকারের। এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট প্রাক্তন পুলিশকর্তা তথা এনসিপি প্রার্থী হিসেবে নালাসোপাড়া থেকে মনোনয়ন পত্র জমা দেন প্রদীপ শর্মা। ডোমবিভালি জেলায় মনোনয়ন পত্র জমা দেন রাজ্যের মন্ত্রী রবীন্দ্র চবন।

পুলিশ আধিকারিক

আটের পাতার পর

আহতদের উদ্ধার করে লুকসান প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। বাইকে থাকা দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। গাড়িগুলিকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করছে বানারহাট থানার পুলিশ।

বৈঠক শুরু

পাচের পাতার পর

বি খুরানিয়া এবং ফ্রন্টিয়ারের অন্যান্য সেনাকর্তারা থাকছেন। অন্যদিকে, বিজিবি'র তরফে আছেন অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল (উত্তর-পশ্চিম আঞ্চলিকের রংপুর ও দক্ষিণ-পশ্চিম আঞ্চলিকের যশোর) আবু তাহের মহম্মদ ইব্রাহিম। এখানে দু'দেশের সীমান্তকর্তারাই যাবতীয় জটিলতা নিয়ে নিজেদের বক্তব্য পেশ করছেন। পাশাপাশি, সমন্বয় রেখে কীভাবে কাজ করা যায়, তাও আলোচনা করা হবে। বৈঠক চলবে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত।

ওবায়দুল কাদের

তিনের পাতার পর

আন্দোলন করে খালেদা জিয়াকে মুক্ত করুক। এত বড় একটা দল, খালেদা জিয়ার জন্য রাজপথে কোনো আন্দোলন হলো না। হংকংয়ে গত চার মাস ধরে আন্দোলন হচ্ছে। অথচ খালেদা জিয়ার জন্য এত দিনে এক হাজার লোক একটা মিছিল করলো না। একটা ঝটিকা মিছিলও হলো না। তারাইতো বলেছেন, আন্দোলন করে খালেদা জিয়াকে মুক্ত করবেন। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন করতে হবে।

আওয়ামী লীগে অনুপ্রবেশকারীদের তালিকা প্রধানমন্ত্রীর কাছে আছে জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, সারা বাংলাদেশে অপকর্ম যারা করেছে তাদের তালিকা প্রধানমন্ত্রীর কাছে আছে। যার যার এলাকা আছে সেখানে কমিটি গঠনের সময় একটু সতর্ক হতে হবে। যেনো অপকর্মকারীরা আওয়ামী লীগে স্থান না পায়।আওয়ামী লীগকে ঢেলে সাজাতে আগামী নভেম্বরের মধ্যে সাত বছর ধরে মেয়াদ উত্তীর্ণ থাকা যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, কৃষক লীগ এবং শ্রমিক লীগের নতুন কমিটি দেওয়ার কথা বলেন ওবায়দুল কাদের।

চায় বিএনপি

তিনের পাতার পর

সম্পর্কে অবশ্যই একটা সুখবর নিয়ে আসবেন- বাংলাদেশ পাবে।আমরা আশা করব আমাদের সীমান্তে যে হত্যা, তা বন্ধ হয়ে যাবে।ভারতের নাগরিকপঞ্জি নিয়ে ফখরুল বলেন,আমাদের বাংলাদেশিদের নিয়ে যখন ভারতের মন্ত্রী ও নেতারা বিভিন্ন রকম কথা বলেন যে, বের করে দেওয়া হবে আসাম থেকে, বের করে দেওয়া হবে উত্তর প্রদেশ থেকে. তখন স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের মানুষ হিসেবে, নাগরিক হিসেবে আমরা উদ্বিগ্ন হই।এজন্য উদ্বিগ্ন হই যে, আমাদের কোনো মানুষ ভারতে গেছে বলে আমরা মনে করি না।

খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে আয়োজিত এই মানববন্ধনে সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শওকত মাহমুদের সভাপতিত্বে ও সদস্য এজেডএম জাহিদ হোসেনের পরিচালনায় আরও বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক রুহুল আমিন গাজী, এম আবদুল্লাহ, কাদের গনি চৌধুরী, শহিদুল ইসলাম, শিক্ষাবিদ শামসুল আলম, চিকিৎসক অধ্যাপক মোস্তাক রহিম স্বপন, প্রকৌশলী রিয়াজুল ইসলাম রিজু, কৃষিবিদ মোস্তাফিজুর রহমান, শামীমুর রহমান শামীম, শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের জাকির হোসেন, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের রফিকুল ইসলাম, নার্সেস অ্যাসোসিয়েশনের জাহানারা বেগম প্রমুখ।

অবৈধভাবে ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ ! আখনুর সেক্টরে গ্রেফতার সন্দেহভাজন অনুপ্রবেশকারী

জম্মু, ৩ অক্টোবর (হি.স.): আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধভাবে ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশের প্রচেষ্টা ! জম্মু ও কাশ্মীরের আখনুর সেক্টরে নিয়ন্ত্রনরেখার কাছে সন্দেহভাজন পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করল সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। ধৃত অনুপ্রবেশকারী নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। ওই সন্দেহভাজনকে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ।

বিএসএফ সূত্রের খবর, জম্মু ও কাশ্মীরের আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে সন্দেহভাজন অনুপ্রবেশকারীকে। নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে পা রাখা মাত্রই ওই অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করা হয়। ওই সন্দেহভাজনকে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। শুরু হয়েছে তদন্ত। ধৃতের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ওই সন্দেহভাজন পাক নাগরিক।

বিহারে বৃষ্টি-বন্যায় মৃত্যু বেড়ে ৭৩, জলমগ্ন পাটনার বিস্তীর্ণ অঞ্চল

পাটনা, ৩ অক্টোবর (হি.স.): বিহারে বৃষ্টি ও বন্যায় মৃত্যুমিছিল অব্যাহতঊ গত কয়েকদিনের অবিরাম বর্ষণে বিহারে এখনও পর্যন্ত মোট ৭৩ জনের মৃত্যু হয়েছেঊ আহতের সংখ্যা ৯ জনঊ জলবন্দি দশা থেকে বৃহস্পতিবারও মুক্তি পেলেন না পাটনার মানুষজনঊ জলের তলায় পাটনার পাটলিপুত্র কলোনি এবং রাজেন্দ্র নগর এলাকাঊ রাজেন্দ্র নগরের পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপঊ জল ঢুকে গিয়েছে ঘর-বাড়িতে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িও ডুবে গিয়েছেঊ বিদ্যুৎ পরিষেবাও বিঘ্নিতঊ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দফতর (বিহার)-এর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি প্রত্যয় অমৃত জানিয়েছেন, বিহারে এখনও পর্যন্ত বন্যায় ৭৩ জনের মৃত্যু হয়েছেঊ বৃষ্টি ও বন্যা সংক্রান্ত কারণে আহত হয়েছেন ৯ জনঊ কোল ইন্ডিয়ার কাছ থেকে নিয়ে আসা পাম্পের সাহায্যে জল সরানোর কাজ চলছেঊ পাটনার রাজেন্দ্র নগর এলাকা থেকে বৃহস্পতিবারও বন্যা-দুর্গতদের উদ্ধার করে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ) ও সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি)

লায়ন্স ক্লাব আগরতলা রাজধানীর উদ্যোগে সামাজিক কর্মসূচী

আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। বুধবার লায়ন্স ক্লাব আগরতলা রাজধানীর উদ্যোগে মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সামাজিক কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে ক্লাব সভাপতি কালীপদ ভট্টাচার্য্য ও ক্লাব সম্পাদক কল্যাণব্রত ভট্টাচার্য্যের উপস্থিতিতে অন্যান্য সদস্যদের সহযোগিতায় ছিনাইহানিতে জহরলাল নেহরু বালিকা নিবাসের আবাসিকদের মধ্যে মিষ্টি ফল ইত্যাদি বিতরণ করা হয়।

দোকানে ডাস্টবিন বাধ্যতামূলক না রাখলেই করা হবে জরিমানা

আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। রাজ্যের সব দোকান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ডাস্টবিন রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের একথা জানিয়েছেন। তিনি জানান, রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বামফ্রন্ট সরকার এই বিষয়ে কোনওদিন গুরুত্ব দেয়নি। এই সংক্রান্ত আইনে সংশোধনীও আনা হয়েছে। কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যদি ডাস্টবিন না পাওয়া যায় তাহলে ওই প্রতিষ্ঠানের মালিককে ২০০ টাকা জরিমানা করা হবে। তারপরও যদি ওই প্রতিষ্ঠানে ডাস্টবিন না পাওয়া যায় তাহলে প্রতিদিন পঞ্চাশ টাকা করে জরিমানা করা হবে বলে জানান আইনমন্ত্রী।

বাংলাদেশেব

● **প্রথম পাতার পর**

মধ্যে এই বিষয়টিও রয়েছে।

তিনি আরও জানিয়েছেন যে বাংলাদেশ সরকার ভারত সরকারের সঙ্গে সহমতিক্রমে ত্রিপুরার সোনামুড়া আর বাংলাদেশের মধ্যে তৈরি হতে যাওয়া জলপথকে "আন্তর্জাতিক প্রটোকল রুট" হিসাবে ঘোষণা করার বিষয়েও বিবেচনা করা হবে। তাছাড়া এই বৈঠকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে রাজ্য থেকে রাবার ও বাঁশ সহ ১৪ টি বিভিন্ন পণ্য রপ্তানির উপর ছাড়ের বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে ৭ টি পণ্যের রপ্তানির উপর বাংলাদেশ সরকার ছাড় দিয়েছিল। নতুন করে দেওয়া ছাড়ের মধ্যে রয়েছে বাঁশ ও রাবারও। এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে এছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে।

শরণার্থী

● **প্রথম পাতার পর**

প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়ায় মিজোরাম সরকারেরর আধিকারিক-সহ উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসক রেভেল হেমেন্দ্র কুমার, উত্তর ত্রিপুরার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এফ ডার্লং, কাঞ্চনপুরের মহকুমাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্য, কাঞ্চনপুরের এসডিপিও বিক্রমজিৎ শুক্লদাস প্রমুখ। এদিকে, উত্তর ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, আগামী ৫ অক্টোবর আরেক দফায় রিয়াং শরণার্থী প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হবে। তবে, ওইদিন কতজন মিজোরামে ফিরে যাবেন তা এখনও স্থির হয়নি।

শিক্ষকরা

● **প্রথম পাতার পর**

মেয়াদ সমাপ্ত হতেই তাদের কালো মেঘের ছায়া দেখা দেবে।

এ-বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি রয়েছে। তাই, তাঁদের জন্য আইন মেনে কিছু করা যায় কিনা সেই চেষ্টা চলছে। তবে, ওই কাজ খুব কঠিন। ফলে, তাঁদের জন্য কিছু করা কতটা সম্ভব হবে তা বলা মুশকিল। তাঁর দাবি, ত্রিপুরা সরকার তাঁদের জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছে।

গণধোলাই

● **প্রথম পাতার পর**

থেকে বাইক চুরির ছক কষলে স্থানীয়রা তাদেরকে আটক করে উত্তমমধ্যম দিয়েছেন। আটকদের মধ্যে সুভাষের বাড়ি কালিকাপুরে। সে বাংলাদেশে বাইক চুরি করে পাচারে এর আগেও যুক্ত ছিল। আটক তিনজনই দাগি বাইক চোর। গত কিছুদিন আগে চন্দ্রপুর থেকে একটি বাইক চুরির ঘটনাতেও তারা জড়িত ছিল। পূর্ব থানার পুলিশের তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে। তাদেরকে রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা করা হবে বলে পূর্ব থানার ওসি জানিয়েছেন।

পরিবহণমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

থামবে । অন্তর্বর্তীকালীন কোনও স্টপেজ দেওয়া হবে না । ৮-টি করে দুটি স্টেশন থেকে মোট ১৬টি বাস যাত্রীসাধারণের পরিষেবায় চালু থাকবে । তাঁর কথায়, শুধুমাত্র ট্রেন চলার সূচি অনুসারেই ওই বাস পরিষেবা দেওয়া হবে । কারণ, ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ আগরতলায় এসে স্বাচ্ছন্দ্যে পূজায় আনন্দ উপভোগ করতে পারেন, চাইছে সরকার।

মানিক দে

● **প্রথম পাতার পর**

সরকারের চেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছে। মানিক দে বলেন, ডেমো ট্রেন সম্পর্কে খুব একটা ধারনা ছিল না। কিন্তু, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নির্মাণ শাখার মুখ্য বাস্তুকার হরপাল সিংহের পরামর্শে দিল্লি কাছে ডেমো ট্রেন নিয়ে তদ্বির করা হয়েছিল।

মানিক দে'র কথায়, অতীত ছাড়া বর্তমান সম্ভব নয়। তেমনি বর্তমানকে বাদ দিয়েও ভবিষ্যৎ অসম্ভব।

ময়ঙ্ক-রোহিতের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ের পর অশ্বিন-জাদেজার ঘূর্ণিতে বেসামাল দক্ষিণ আফ্রিকা

দ্য ওয়াল ব্যুরো : প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে নিজেদের মুঠো শক্ত করল ভারত। প্রথমে দুই ওপেনার রোহিত শর্মা ও ময়ঙ্ক আগরওয়ালের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ের পর বল হাতে চমক দেখালেন ভারতের দুই স্পিনার অশ্বিন ও জাদেজা। ফলে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত ব্যাকফুটে দক্ষিন আফ্রিকা। প্রথম দিন চায়ের বিরতির পর আর খেলা না হওয়ায় বিনা উইকেটে ২০২ রানে শুরু হয় দ্বিতীয় দিনের খেলা। প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক খেলছিলেন রোহিত ও ময়ঙ্ক। এ দিন শুরুতেই টেস্ট ক্রিকেটে নিজের প্রথম সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন ময়ঙ্ক। এর আগে পাঁচটি হাফ সেঞ্চুরি থাকলেও সেঞ্চুরি ছিল না তাঁর। ময়ঙ্কের সেঞ্চুরির পরেই রোহিতের উইকেট হারায় ভারত। ডবল সেঞ্চুরি থেকে মাত্র ২৪ রান দূরে আউট হন তিনি। রোহিতের পর প্রথমে পূজারা ও তারপর বিরাটের সঙ্গে পার্টনারশিপ গড়েন ময়ঙ্ক। পূজারা, বিরাট আউট হলেও একদিকে টিকে ছিলেন তিনি। দেড়শ করেন। ধীরে ধীরে ডবল সেঞ্চুরির দিকে এগোচ্ছিলেন। চায়ের বিরতির আগেই কেশব মহারাজকে স্ট্রেট ড্রাইভ মেরে দু''রান নিয়ে নিজের প্রথম সেঞ্চুরিকে ডবল সেঞ্চুরিতে পরিণত করেন তিনি। ২১৫ রানের মাথায় ডিন এলগারের বলে বড় শট মারতে গিয়ে নিজের উইকেট দিয়ে আসেন ময়ঙ্ক।

জাদেজা, সাহা সবাই তাড়াতাড়ি রান করতে গিয়ে আউট হন। শেষ পর্যন্ত ৭ উইকেটে ৫০২ রানে ডিক্লেয়ার দেয় ভারত। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ভারতের স্পিন জুটি অশ্বিন ও জাদেজার ঘূর্ণির সামনে খেই হারিয়ে ফেলে প্রোটিয়াদের ব্যাটিং। মার্করামকে ৫ রানের মাথায় আউট করেন অশ্বিন। ৪ রানের মাথায় অশ্বিনের বলে ক্যাচ ধরে ডি ব্রুইনকে প্যাভিলিয়নে পাঠান ঋদ্ধি। নাইট ওয়াচম্যান হিসেবে নামা পিয়েটকেও খাতা খোলার আগেই বোল্ড করেন জাদেজা। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত দক্ষিন আফ্রিকার রান ৩ উইকেটে ৩৯। এখনও ৪৬৩ রান পিছিয়ে তারা। তৃতীয় দিনের শুরুতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দক্ষিণ আফ্রিকাকে অল আউট করে লিড নেওয়ার লক্ষ্যেই নামবেন কোহলিরা।অবিরাম বৃষ্টিতে নির্ধারিত সময়ের আগেই শেষ হল বিশাখাপত্তনমে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্টের প্রথম দিনের খেলা। ওপেনার হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটের অভিষেকে রোহিত শর্মার অপরাজিত দুরন্ত শতরান, ময়াঙ্কের অপরাজিত ৮৪ রানে দিনের শেষে ভারতের রান বিনা উইকেটে ২০২।সাম্প্রতিক অতীতে ওপেনিং পার্টনারশিপে ভারতের এহেন সাফল্য নেই বললেই চলে। ২০১৫ জুনে বাংলাদেশের মাটিতে শেষবার ওপেনিং জুটিতে দু''শো রানের পার্টনারশিপ এসেছিল শিখর ধাওয়ান ও বিরাট কোহলির হাত ধরে। অর্থাত চার বছরেরও বেশি সময় বাদে ওপেনিংয়ে দু''শো রানের গন্ডি পেরোল টিম ইন্ডিয়া।তবে সবকিছু ছাপিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে রোহিত শর্মার দুরন্ত প্রত্যাবর্তনই বিশাখাপত্তনমে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্টের প্রথম দিনের নির্যাস। বোর্ড সভাপতি একাদশের হয়ে প্রস্তুতি ম্যাচেই ওপেনিংয়ের চ্যালেঞ্জটা নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন রোহিত। তবে সেখানে রানের খাতা না খুলেই ফিরতে হয়েছিল প্যাভিলিয়নে। কিন্তু প্রথম টেস্টের প্রথমদিনই বুঝিয়ে টিম ম্যানেজমেন্ট ওপেনে তাঁর উপর আস্থা রেখে কোনও ভুল করেনি।দিনের প্রথম সেশনেই কাগিসো রাবাদা-ভার্নন ফিল্যান্ডার সমৃদ্ধ প্রোটিয়া বোলিং আক্রমণের সামনে আগ্রাসী মেজাজে ধরা দেন রোহিত। ৫টি চার ও ২টি ছক্কার সাহায্যে লাঞ্চের আগেই পূর্ণ করেন অর্ধশতরান। সেইসঙ্গে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজে টানা ছ''টি ইনিংসে অর্ধশরান করে রাহুল দ্রাবিড়ের রেকর্ড স্পর্শ করেন ''হিটম্যান''।পাশাপাশি ৩৯ রানে অপরাজিত থেকে মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে ভারতকে বিনা উইকেটে ৯১ রানে পৌঁছে দেন আরেক ওপেনার ময়াঙ্ক আগরওয়াল। মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর এতটুকু ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠার সুযোগ না দিয়ে রাবাদা-মহারাজদের উপর ব্যাট হাতে ছড়ি ঘোরাতে থাকেন হিটম্যান। রোহিতের একের পর এক দর্শনীয় শট আছড়ে পড়তে থেকে স্টেডিয়ামের বিভিন্ন দিকে। ধ্রুপদী ব্যাটিংয়েই ওপেনার হিসেবে প্রথম টেস্ট শতরানটি তুলে নেন সংক্ষিপ্ত ফর্ম্যাটে কোহলির ডেপুটি। ৫৪তম ওভারে সেনুরান মুথুস্যামির একটি শর্ট বল কভারে ঠেলে টেস্ট ক্রিকেটে নিজের তৃতীয় শতরানটি পূর্ণ করেন ''হিটম্যান'' রোহিত। ১২টি চার ও ৫টি ছয়ের সাহায্যে চা-পানের বিরতিতে ১১৫ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি।শতরানের দিকে এগিয়ে চলা আরেক ওপেনার ময়াঙ্ক অপরাজিত থাকেন ৮৪ রানে। মন্দ আলোর জন্য নির্ধারিত সময়ের খানিক আগেই দ্বিতীয় সেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন আম্পায়াররা। ৫৯.১ ওভারে বিনা উইকেটে ২০২ রান তুলে দ্বিতীয় সেশন শেষ করার পর অবিরাম বৃষ্টিতে ভেস্তে যায় প্রথমদিনের খেলা।অর্থাত, বিশাখাপত্তনমে প্রথম দিন দুই ভারতীয় ওপেনারের ব্যাটিং দাপটের সামনে ম্লান রাবাদা নেতৃত্বাধীন প্রোটিয়া বোলিং আক্রমণ। কোহলিব্রিগেডের বিরুদ্ধে উপমহাদেশের মাটিতে উইকেটের লক্ষ্যে এদিন তিন স্পিনারে একাদশ সাজায় ফাফ ডু''প্লেসির দক্ষিণ আফ্রিকা। রাবাদা ১৩ ওভার ও ফিল্যান্ডার ১১.১ ওভার হাত ঘোরালেও মেলেনি সাফল্য। অন্যদিকে রোহিত-ময়াঙ্ক ব্যাটিং বিক্রমের সামনে ২৩ ওভার হাত ঘোরালেও স্পিনার কেশব মহারাজের সাফল্যের ভাঁড়ার শূন্যই থেকে যায়।

ইস্তফা দিলেন কপিল দেব

কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্টের নোটিস পাওয়ার পর এবার নিজের পথ থেকে ইস্তফা দিয়ে দিলেন ১৯৮৩ বিশ্বকাপ জয়ী প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক কপিল দেব। কপিল নিজে কিঠু জানানি এই বিষয়ে, তবে বোর্ডে সুত্রের খবর কপিলের ইস্তফা পত্র জমা পরেছে, এবং সেটা গ্রহণ করেও নেওয়া হয়েছে। এবার আগেই শান্তা রঙ্গস্বামী ক্রিকেট অ্যাডভাইজারি কমিটির পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। কপিলেদের বিরুদ্ধেও কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্টের অভিযোগ তুলেছিলেন মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সঞ্জীব গুপ্তা। রাহুল দ্রাবিড়ের বিরুদ্ধেও তিনি স্বার্থ সংঘাতের অভিযোগ এনেছিলেন।কপিল দেবের নেতৃত্বে শান্তা রঙ্গস্বামী ও অংশুমান গায়েকওয়াড় বেছে নিয়েছিলেন ভারতীয় পুরুষ ও মহিলা দলের কোচ। অনেকর মতে কপিলদের বিরুদ্ধে যদি স্বার্থ সংঘাতের প্রশ্ন প্রমাণিত হয় তাহলে রবি শাস্ত্রী বা মহিলা দলের কোচ ডাব্লু ভি রমনের চাকরি নিয়েও টানাটানি পরতে পারে। কিন্তু এখনই সেসব নিয়ে ভাবছে না সিওএ সদস্যরা। বরং কপিলদের এই বিষয়ে যে অপমানের মধ্য দিয়ে যেতে হল সেটা নিয়েই বেশি ক্ষুব্ধ তারা। রাহুল দ্রাবিড়ের মত কপিল দেবের কমিটিকেও ক্লিন চিট দেওয়ার পক্ষপাতি বিনোর রাইরা।তবে কপিল শান্তারা নিজেদের পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর আগের নতুন করে কোনও ক্রিকেট অ্যাডভাইজারি কমিটি গঠন করছে না সিওএ। মূল ভারতীয় দলের কোচ নির্বাচনের দায়িত্ব থাকে এই কমিটির ওপর। কিন্তু পুরুষ ও মহিলা উভয় দলের কোচ নির্বাচন করা হয়ে গেছে। তাই এই মুহূর্তে সিএসির কোনও প্রয়োজন নেই। বিনোদ রাই জানিয়েছেন, নির্বাচনের পর বোর্ডের যে নতুন কমিটি গঠন হবে তারাই সময় মত ক্রিকেট অ্যাডভাইজারি কমিটি গঠন করবে।

টেনিস খেলতে বারণ করা হয়েছিল সানিয়াকে

খেলো না। রোদে পুড়ে কালো হয়ে গেলে কেউ বিয়ে করবে না। সানিয়া মির্জাকে কার্যত এমন ভাষাতেই টেনিস খেলা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। সেকথা কানে শোনেননি টেনিস সম্রাজ্ঞী। তারপর তো পুরোটাই ইতিহাস। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে নিজের অভিজ্ঞতার কথা এভাবেই শেয়ার করেছেন সানিয়া।দেশের সর্বকালের সেরা মহিলা টেনিস তারকা তিনি। সিঙ্গলসে ২০০৭ নাগাদ কেরিয়ারের সর্বোচ্চ রাঙ্কিং ২৭-এ পৌঁছেছিলেন তিনি। ডাবলসে তো মার্টিনা হিঙ্গিসের সঙ্গে ইতিহাসই গড়েছেন। ৩২ বছরের টেনিস তারকা অতীতের কথা জানাতে গিয়ে বলেন, ''বাবা-মা, পড়শি, কাকা কিংবা আন্টিরা বলতেন, টানা খেললে কালো হয়ে যাবে। তারপরে কেউ আর বিয়ে করবে না। প্রত্যেকেই ভাবত, কেউই আমাকে বিয়ে করতে রাজি হবে না, যদি টানা রোদে খেলে কালো হয়ে যাই। সেই সময় আমি নিজেকে বলেছিলাম, আমি স্রেফ একজন বাচ্চা। আমার কিছু হবে না।''ভারতীয়দের হাতে ''আক্রান্ত'' সানিয়া মির্জা, পাকিস্তানকে নিয়ে ''বাড়াবাড়ি'' করার ''শাস্তি''ভারতীয় উপমহাদেশে বিয়ের জন্য মেয়েদের সোশ্যাল ট্যাবু নিয়ে সরব হয়েছেন তিনি। ২০১৫-এ ডাবলসে টানা একনম্বর স্থানে থাকা সানিয়া বলছেন, ''আমাদের সমাজে ধারণা রয়েছে, বিয়ের উপযুক্ত কোনও মেয়েকে ফর্সা হতে হবে, সুন্দরী হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই সংস্কৃতি, ধ্যান-ধারণা বদলানো উচিত।'' বর্তমানে পাকিস্তানি ক্রিকেটার শোয়েব মালিককে বিয়ে করে সুখী ঘর-সংসার করছেন তিনি।পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন সানিয়া মির্জাটেনিসে প্রত্যাবর্তন ঘটানোই নজর সানিয়ার। তার আগে সানিয়া জানাচ্ছেন তাঁর অনুপ্রেরণার কথা। সানিয়া বলেছেন, ''এখন অনেক মেয়েই খেলাকে পেশা হিসেবে বেছে নিচ্ছে। এটা ভাবলেই গর্ববোধ হয়। আমার শৈশবে একজন মহিলা ক্রীড়াবিদকেই দেখতাম, উনি পিটি ঊষা। এখন পিভি সিন্ধু, সাইনা নেহওয়াল, দীপা কর্মকার সহ অনান্যরা রয়েছেন।''

বিশ্বরেকর্ড মিচেল স্টার্কের স্ত্রীর

মহিলাদের আন্তজার্তিক টি ২০ ফরম্যাটে বিশ্বরেকর্ড অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যান অয়্যালিসা হিলির। এই ফরম্যাটে সর্বাধিক রানের মালকিন এখন অজি পেস বোলার মিচেল স্টার্কের স্ত্রীর। নর্থ সিডনি ওভালে ৪৬ বল খেলে সেঞ্চুরি করে ফেলে অয়্যালিসা। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তিনটে টি ২০ ম্যাচের সিরিজের শেষ ম্যাচে ৬১ বল খেলে অপরাজিত ১৪৮ রান করে ফেলে অয়্যালিসা হিলি। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে এটি দ্বিতীয় দ্রুততম বিশ্বরেকর্ড। সতীর্থ মেগ ল্যানিং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অপরাজিত ১৩৩ রানের ইনিংস খেলে এই ফরম্যাটে দ্রুততম শতরানের মালকিন বনে ছিলেন। আর বুধবার ২২ গজের নন স্ট্রাইকার এন্ডে দাঁড়িয়ে ল্যানিং সতীর্থ অয়্যালিসা হিলির নয়া রেকর্ড গড়তে দেখলেন। ১৯ টি চার আর ৭ টি ছয়ে সাজানো ছিল অয়্যালিসার ইনিংস। ২০ ওভারে অজি শিবির অয্যালিসার দাপটে ২২৬ রান তোলে।

দাদার রেকর্ড ছুঁলেন ক্যাপ্টেন বিরাট

মহানগর ওয়েবডেস্ক: আরও একটা অভিনব পালক জুড়ল বিরাট কোহলির মুকুটে। দেশকে টেস্টে নেতৃত্ব দেওয়ার নিরিখে সৌরভ গাঙ্গুলিকে ছুঁয়ে ফেললেন তিনি। ভারতকে ৪৯টি টেস্টে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মহারাজ। আজ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতের অধিনায়ক হিসেবে মাঠে নামার মধ্যে দিয়ে সৌরভের সেই কৃতিত্ব ছুঁয়ে ফেললেন কোহলি।যদিও ভারতের হয়ে সবচেয়ে বেশি টেস্টে নেতৃত্ব দেওয়ার রেকর্ড এখনও ধোনির দখলে। তিনি ৬০টি টেস্টে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সৌরভকে স্পর্শ করার পাশাপাশি আরও বেশ কিছু রেকর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে কোহলি। আর ২৮১ রান করতে পারলেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২১ হাজার রান করে ফেলবেন কিং কোহলি।এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আর ২৪২ রান করলে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ১০০০ রান করার রেকর্ড গড়বেন তিনি। শচীন তেন্ডুলকর, রাহুল দ্রাবিড় ও বীরেন্দ্র সেহবাগেরই এই রেকর্ড রয়েছে।প্রসঙ্গত, বিশাখাপত্তনমে প্রথম টেস্টের প্রথম দিনে বেশ সুবিধাজনক জায়গাতেই রয়েছে ভারত। প্রথমে ব্যাট করে এখনও পর্যন্ত ভারতের স্কোর বিনা উইকেটে ২০২। এই মুহূর্তে খেলা বৃষ্টির জন্য বন্ধ। ১৭৪ বলে ১১৫ রান করেছেন রোহিত শর্মা। ১৮৩ বলে ৮৪ রান করে ক্রিজে আছেন মায়াঙ্ক অগ্রওয়ালও।

বাঙালি ফ্যাক্টরেই কলকাতা লিগে সফল পিয়ারলেস

ইস্টবেঙ্গল হোক বা মোহনবাগান। বাঙালি ফুটবলার খুঁজতে দূরবীন দিয়ে দেখতে হয়। স্কোয়াডে একাধিক ফুটবলার রাখা হলেও প্রথম একাদশে খেলেন হাতে গোনা কয়েকজন। দুই প্রধানকে এই বাঙালি-ফ্যাক্টরেই বধ করল পিয়ারলেস। কলকাতা ফুটবলের লেস্টার সিটি বলা হচ্ছে পিয়ারলেস এফসিকে। কয়েক মরশুম আগে প্রিমিয়ার লিগে স্বপ্নের উত্থান যেমন ঘটিয়েছিল লেস্টার সিটি এফসি, তেমনই এবার পিয়ারলেস করে দেখিয়েছে কলকাতা ফুটবলে। গত বারে লিগ জয়ের কাছাকাছি গিয়েও হয়নি। তবে এবারে সুদে আসলে সেই আক্ষেপ পুষিয়ে কলকাতা লিগে ''প্রায়'' চ্যাম্পিয়ন পিয়ারলেস এফসি।আর এই সাফল্যের জন্য পিয়ারলেস কোচ জহর দাস কৃতিত্ব দিচ্ছেন বাঙালি-কানেকশনকেই। তিনি বলে দিচ্ছেন, ''আমার টিমের সাফল্যের নেপথ্যে বঙ্গ ফুটবলাররাই। অরূপ, মনোতোষ চাকলাদার, অভিনব বাগ, ফুলচাঁদ হেমব্রম, পঙ্কজ মৌলা, অনিল কিস্কুরা ভিন রাজ্যের ফুটবলারের থেকে কোনও অংশে কম নয়। বরং এবারের টুর্নামেন্টে ওরা দেখিয়ে দিয়েছে, অন্যান্য ফুটবলারদের থেকেও ভাল পারফরম্যান্স মেলে ধরতে পারে ওঁরা।''পাশাপাশি জহর দাস জোর দিয়েছেন যুব ফুটবলারদের তুলে আনার প্রসঙ্গও। তিনি দুই ক্লাবের কর্তাদেরই খোঁচা দিয়ে বলে দিয়েছেন, ''বাঙালি ফুটবলারদের ব্রাত্য করেই বড় ক্লাবের কর্তারা টিম তৈরি করেছেন। ওরা তো ছোট ক্লাবের খেলা দেখেনই না। ওদের টাকা-পয়সা আছে, পরিকাঠামো আছে, কিন্তু ভাল ফুটবলার বাছার ক্ষমতা নেই।'' আইজলে যুব ফুটবলার তুলে আনতে খালিদ জামিল জমানায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন জহর দাস। চুলোভা তাঁরই আবিষ্কার মনে করিয়ে দিয়ে পিয়ারলেস বস জানাচ্ছেন, ''চুলোভাকে আমিই আইজলে তৈরি করেছিলাম। ওর থেকেও ভাল বাঙালি সাইড ব্যাক তুলে আনা সম্ভব। ছোট ক্লাবে অনেক ভাল সাইড ব্যাক রয়েছে।''জল জমে ম্যাচ স্থগিত, লিগ জিততে ইস্টবেঙ্গলের সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জটুর্নামেন্টে একই সঙ্গে পিয়ারলেসের কাছে এবার আটকে গিয়েছেন দুই প্রধানের দুই স্প্যানিশ কোচ। কিবু ভিকুনার মোহনবাগান যেমন টুর্নামেন্ট শুরুর ম্যাচেই ক্রোমার জোড়া গোলে বিধ্বস্ত হয়েছেন, তেমন আলেহান্দ্রো মেনেন্ডেজের ইস্টবেঙ্গলকে থামিয়ে দিয়েছে পিয়ারলেস। নেপথ্যে সেই ক্রোমা। দুই বড় ক্লাবের বাতিল ক্রোমাই টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতা। ১২টি গোল করে এবারের লিগে একাই রাজত্ব করেছেন খেপুড়ে ক্রোমা। পিয়ারলেস কোচ জহর দাস বলছেন, ''বড় দলগুলির বিদেশিদের টেকনিক্যাল কিছু সমস্যা রয়েছে। এক্ষেত্রে ছোট দলগুলি কিন্তু দেখিয়ে দিচ্ছে, কামো, ক্রোমার মতো ফুটবলারদের কীভাবে ব্যবহার করতে হয়।''খাতায় কলমে এখনও চ্যাম্পিয়ন নয় পিয়ারলেস। ইস্টবেঙ্গল শেষ ম্যাচে কাস্টমসকে ৭-০ গোলে পরাজিত করলেই চ্যাম্পিয়ন আরও একবার লাল-হলুদ। তবে ভেস্তে যাওয়া ম্যাচ কবে হবে, তা নিয়ে এখনও ময়দানে গুঞ্জন। আইএফএ-র তরফে ইস্টবেঙ্গল-কাস্টমস ম্যাচ ৩ তারিখে আয়োজন করা হলেও লাল-হলুদ কোচ-ফুটবলাররা আপাতত ছুটিতে চলে গিয়েছেন। চাপান উতোর চলছে এখনও। ঘটনা যাই হোক, জহর দাসের হাত ধরে বাঙালি থিওরিতেই যে এবার ''চ্যাম্পিয়ন'' পিয়ারলেস, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

মেসিকে পিছনে ফেলে দিলেন রোনাল্ডো

বর্তমান ফুটবল বিশ্বের উজ্জ্বল নক্ষত্র হচ্ছেন ক্রিশ্চানো রোনাল্ডো। যিনি শুধু একের পর এক রেকর্ড করে চলেছেন শুধু তাই নয় সেই সাথে নিজের দল জুভেন্টাসকে সুন্দর গতিবেগে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন টুনামেন্ট জেতার লক্ষ্যে। আর তাই রোনাল্ডোর উজ্জ্বল আলোয় এই মুহূর্তে ঝাপসা হয়ে উঠছে লিওনেল মেসির মতো তারকা ফুটবলাররা। প্রত্যেকদিন রোনাল্ডো নিজের প্রতিভা দিয়ে জয় করে নিচ্ছেন ফুটবলপ্রেমীদের মন। শুধু ক্লাবের হয়েই নয় বরং দেশের হয়েও সফলতা রয়েছে রোনাল্ডোর আর তাই বর্তমান ফুটবলের সেরা তারকা হিসাবে ধরা হয় ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে।জুভেন্টাসের জার্সি পড়ে মঙ্গলবার এই মরশুমের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নিজের প্রথম গোলটি করে ফেললেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। বেয়ার লেভারকুশেনের বিরুদ্ধে পাওলো দিবালার পাস ম্যাচের ৮৮ মিনিটে কোনাকুনি শটে গোল করেন ক্রিশ্চানো রোনাল্ডো। আর এই গোলের সুবাদে ইউরোপ সেরার লড়াইয়ে ১২৭ টি গোল হয়ে গেল ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর।শুধু তাই নয় বেয়ার লেভারকুশেনের বিরুদ্ধে এই গোলটি করার সাথে সাথে চ্যাম্পিয়ন লিগে ভিন্ন ভিন্ন ৩৩ টি ক্লাবের বিরুদ্ধে গোল করার এক অনবদ্য রেকর্ড তৈরি করলেন রোনাল্ডো। এতদিন পর্যন্ত ৩২ টি আলাদা আলাদা ক্লাবের বিরুদ্ধে গোল করে তালিকায় যুগ্ম ভাবে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন ক্রিশ্চানো রোনাল্ডো এবং লিওনেল মেসি। আর আজ এই গোলের সুবাদে রোনাল্ডো করে ফেললেন ৩৩ টি ভিন্ন ভিন্ন ক্লাবের বিরুদ্ধে গোল আর সেই সাথে তালিকার প্রথম স্থানে উঠে এলেন এই পর্তুগীজ সুপারস্টার।রাউল গঞ্জালেস ৩৩ টি ভিন্ন ক্লাবের বিরুদ্ধে গোল করে এতদিন পর্যন্ত এই তালিকার শীর্ষে ছিলেন। আজকের পর থেকে রাউল গঞ্জালেসের সাথে যুগ্মভাবে তালিকার শীর্ষ স্থানে উঠে এলেন জুভেন্টাসের ফরোয়ার্ড ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। সেই সাথে এই ম্যাচ জিতে চ্যাম্পিয়ন লিগে ১০৫ টি ম্যাচ জেতার রেকর্ড নিয়ে ইকের ক্যাসিয়াস কে ছাপিয়ে গেলেন রোনাল্ডো।

অনিল কুম্বলে কি কিংস ইলেভেন পঞ্জাবের কোচ হবেন ?

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে কিংস ইলেভেন পঞ্জাবের কোচ হিসেবে কি দেখা যাবে অনিল কুম্বলেকে ?তেমন জল্পনা কিন্তু ক্রিকেটমহলে শোনা যাচ্ছে।বছর দুয়েক আগে টিম ইন্ডিয়ার কোচের পদ ছেড়ে দিয়েছিলেন কুম্বলে। সেই থেকে তিনি আর কখনও কোচিং করাননি।

ধারাভাষ্যের কাজেই ব্যস্ত দেখা গিয়েছে তাঁকে। কিন্তু আসন্ন আইপিএলে কিংস ইলেভেন পঞ্জাবের কোচ হিসেবে দেখা যেতেও পারে কুম্বলেকে।

এক দশকেরও বেশি আইপিএলে ব্যর্থতার পর এ বার ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া কিংস ইলেভেন পঞ্জাব।নতুন ভাবে শুরু করার জন্য ছেঁটে ফেলা হয়েছে গত মরসুমের কোচ মাইক হেসনকে। যা খবর, তাতে কোচ হিসেবে কুম্বলেকে পেতে চাইছে পঞ্জাব। এর আগে আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর ও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে কিংবদন্তি লেগস্পিনারের। শোনা যাচ্ছে, ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেনও কুম্বলে। সবকিছু ঠিক থাকলে তাই তারকা কোচ পেয়ে যেতে পারে প্রীতি জিন্টার দল।

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred under section 10(a) of the Notaries Act. 1952 and in pursuance of letter of resignation dated 03.08.2019, the State Government is hereby pleased to accept the resignation of Smt. Uttara Deb, Notary Public, Panisagar Sub-Division, North Tripura District.
Her 'Certificate of Practice' issued vide No.F.3(3)-Law/E-3/16 dated 22.03.2017 (Registration No.32 of 2017) is hereby treated cancelled.

ICA/D-1065/2019-20

By order
(Rahul Roy)
ALC & Under Secretary, Law
Government of Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 13/NIT/EWPWD/AMP/2019-20. Dated: 27-09-2019 Memo NoF.TC-I (P-I)/EE/PWD/AMP/ 5632-704
dated, 27-09-2019. Cost of Tender form: Rs.1000/-,
Last date and time for document downloading and bidding: - 18-10-2019, upto 15.00 hrs. Time and date for opening of bid: - 18-10-2019, at 16.00 hrs. if possible.

Sl No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion	Class of Bidder
1.	DNIT No. 13/DNIT/R/EE/PWD/AMP/2019-20.	14,24,508.63	14,245.00	90(Ninety) days	Appropriate Class
2.	DNIT No. 14/DNIT/R/EE/PWD/AMP/2019-20.	14,23,914.43	14,239.00	90(Ninety) days	
3.	DNIT No. 15/DNIT/R/EE/PWD/AMP/2019-20.	14,25,967.53	14,260.00	90(Ninety) days	
4.	DNIT No. 16/DNIT/R/EE/PWD/AMP/2019-20.	14,28,290.40	14,283.00	90(Ninety) days	
5.	DNIT No. 17/DNIT/R/EE/PWD/AMP/2019-20.	14,25,672.03	14,257.00	90(Ninety) days	

Tender can also be seen in the website i) www.tripura.nic.in, i) www.tenders.gov.in, iii) www.tsu.trp.nic.in/tender
All other necessary information can be seen in the Division office in office hours.

For and on behalf of Governor of Tripura
(Er. B. Debbarma)
Executive Engineer
Amarpur Division, PWD(R&B)
Ainarpur,Gomati Tripura

ICA/C-1241/19

No. F.7(27-B)/BDO/TL5/PDF/2019-20/1475
Dated: 25/9/2019
SHORT NOTICE INVITING TENDER QUOTATION

The undersigned invites sealed quotation (s) for quoting of specification and rates of the Sports & Musical instrument for procurement by Tulashikhar RD Block, Khowai District. Tripura from interested registered supplier (s) / individual (s) / firm (s) SHG/ Co-Operative (s) Society within the jurisdiction of Khowai Sub-Division.
The details Terms and Conditions of the tender may be collected from the office of the undersigned on all working days before of and **http:f Khowai. nic. in.**

ICA/C-1237/19

(N.Kr. Jamatia)
Bock Development Officer
Tulashikhar RD Block
Khowai Tripura.

উনকোটি জেলায় পঞ্চমীর রাত থেকেই জমে উঠেছে শারদোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ৩ অক্টোবর ।। বৃহস্পতিবার শুভ মহাপঞ্চমী। হাতে আর একটা দিন, তারপর বাঙালিদের শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদীয়া দুর্গোৎসব। তবে বড় বাজেটের অনেকগুলো পুজো মণ্ডপে পঞ্চমী ও ষষ্ঠীতে দশভূজা দেবী দুর্গার শুভ আবির্ভাব হয়ে যায়। দর্শনার্থীরাও মণ্ডপে মণ্ডপে দেবী দুর্গা দর্শনে বেরিয়ে পড়েন। তবে বারোয়ারি পুজোগুলো সপ্তমী থেকে শুরু হয়। গোটা রাজ্যের সাথে ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট মহকুমায় বেছর মোট ৭২টি পুজো হচ্ছে। তার মধ্যে বড় বাজেটের পুজো হচ্ছে ৩টি। দিনরাত একাকার করে প্যাণ্ডেলের শিল্পীরা চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। বিভিন্ন ক্লাব ও সার্বজনীন পূজা কমিটির পুজো উদ্যোক্তারা দিনরাত এক করে অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে দর্শনার্থীদের কাছে সেরার প্যান্ডেল উপহার দিতে কোন কমতি রাখছেন না। তবে বারোয়ারি পুজোগুলো দর্শনার্থীদের মন কাড়তে কুটির শিল্পের উপর উঁচু উঁচু প্যাণ্ডেল তৈরি করছে। কুমারঘাট শহরের মধ্যে বড় বাজেটের পুজোর মধ্যে অন্যতম সুভাষ সংঘ ক্লাবের পুজো। এবারে তাদের বাজেট ২৫ লক্ষ টাকা। কুমারঘাট শহরের সুভাষ সংঘ ক্লাবের পুজোতে এবারের তাদের থিম সাত পাকে বাধা। শাঁখা সিঁদুর ও শাড়ির উপরে গোটা প্যাণ্ডেল। তাদের পুজো এবছর ৪১ বছরে পা দিল। অপরদিকে কুমারঘাট মহকুমার গ্রামীণ এলাকার আকর্ষণীয় পুজোর তালিকায় রয়েছে কাঞ্চনবাড়ির ইন্ডিয়া ক্লাবের পুজো। এবার তাদের ৩৪তম পুজো। মন্দার বাজারে তাদের এবারের বাজেট ৫ লক্ষ টাকা। তাদের পুজোর প্যাণ্ডেল তৈরি হচ্ছে কাল্পনিক মন্দিরের আদলে। দর্শনার্থীদের মন কাড়তে শহরের পুজো গুলোকে টেক্কা দিয়ে স্বল্প বাজেটের তাদের পুজোও নজর কাড়ার মতো। তবে বিভিন্ন ক্লাব ও সার্বজনীন পুজো কমিটির সদস্যদের একটাই বক্তব্য উনারা অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে আর্থিক মন্দার মধ্যে দাঁড়িয়ে দর্শনার্থীদের নতুনত্ব দেওয়ার প্রয়াস করছেন। তবে আর্থিক মন্দা থাকার কারণে অনেক কষ্ট পোহাতে হচ্ছে পুজো উদ্যোক্তাদের। বহির্রাজ্যের নবদ্বীপের শিল্পীদেরকে দিয়ে তৈরি করছেন উঁচু উঁচু সুবিশাল প্যাণ্ডেল। সবকটি প্যাণ্ডেলের প্রায় ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। আজ মহা পঞ্চমীর দিনে প্যাণ্ডেলের কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে বলে আশাবাদী পুজো উদ্যোক্তারা। কুমারঘাট শহরের সুভাষ সংঘ ক্লাবের পুজোর উদ্বোধন হবে আজ মহা পঞ্চমীর শুভলগ্নে। যদিও পুজো উদ্যোক্তারা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন পুজো প্যাণ্ডেলে উদ্বোধন করার জন্য কিন্তু এখনো উনারা এমনটা নিশ্চিত হতে পারেননি। তবুও আশাবাদী রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুভাষ সংঘ ক্লাবের পুজো মণ্ডপে পুজোর যে কোনদিন আসবেন। পাশাপাশি সুভাষ সংঘ ক্লাবের সদস্যরা জানান, ষষ্ঠীর সকালবেলা গরিব দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র ও চাল বিতরণ করবেন। এছাড়াও নানা সামাজিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন ক্লাবের সদস্যরা। পাশাপাশি নবমীর দিনে সকল ধর্মপ্রাণ দর্শনার্থীদের জন্য অন্নভোগের আয়োজন থাকবে।

এদিকে কাঞ্চনবাড়ি ইন্ডিয়ান ক্লাবের সদস্যরা জানান, উনাদের এবারের বাজেট ৫ লক্ষ টাকা। তবে আর্থিক মন্দার মধ্যে দাঁড়িয়ে উনাদের স্বল্প বাজেটের মধ্যে দর্শনার্থীদের মন কাড়তে পারবেন বলে উনারা আশাবাদী। উনাদের পুজোর প্যাণ্ডেল কাল্পনিক মন্দিরের আদলে তৈরি। এমনকি পুজোর ৩দিন অন্ন ভোগের আয়োজন করেছেন দর্শনার্থীদের জন্য।

এমনকি বারোয়ারি পুজো উদ্যোক্তারাও পিছিয়ে নেই। উনারাও নানা সামাজিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন। এককথায় বড় বাজেটের পুজো থেকে শুরু করে বারোয়ারি পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা মৃন্ময়ী মাকে চিন্ময়ী রূপ দিতে এবং দর্শনার্থীদের কাছে সেরার সেরা প্যাণ্ডেল তুলে ধরতে এক অঘোষিত প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছেন।

ধর্ষিতার পাশে দাঁড়ালো মহিলা কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর ।। তেলিয়ামুড়ার মানিক বাজারের জনজাতি মহিলা ধর্ষণের ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নিতে মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী এলাকা পরিদর্শন করেছেন। ধর্ষিতার জবানবন্দী রেকর্ড করেছেন মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন। অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তিরও দাবি জানিয়েছেন তিনি। রাজ্যে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। তেলিয়ামুড়ার মানিকবাজার এলাকায় এক জনজাতি মা গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এ ব্যাপারে স্থানীয় থানায় অভিযুক্তদের নামধাম উল্লেখ করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন এলাকা পরিদর্শন করেছেন এবং ধর্ষিতার সঙ্গে কথা বলে ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়েছেন। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী। সরকার ও প্রশাসনের কঠোর মনোভাবের পরও এসব ঘটনা অব্যাহত থাকায় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রীতিমতো উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি অবশ্য দাবি করেছেন নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মহিলা নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা কমেছে।

বৃহস্পতিবার আগরতলা রেল স্টেশনে বিলোনীয়া-সাব্রুম রেল লাইন ও ডেমো ট্রেনের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশের সঙ্গে জলপথ ও চিটাগাং বন্দর ব্যবহারে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করবেন, জানান মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। বাংলাদেশের সাথে জলপথ ব্যবহার এবং চিটাগাং বন্দর ব্যবহারে ত্রিপুরার জন্য খুলে দেওয়ার চুক্তি স্বাক্ষর হবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওই চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন। এতে ত্রিপুরা দারুণভাবে উপকৃত হবে, দৃঢ়তার সাথে এ-কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরার সোনামুড়া পর্যন্ত গোমতি নদীর জলপথকে ব্যবহার করার জন্য দিল্লিতে দুই দেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।

বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গোমতি নদী দিয়ে জাহাজ আনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে সোনামুড়া পর্যন্ত ওই জলপথ ইন্টারন্যাশনাল প্রটোকল রোড হিসেবে ঘোষিত হতে হবে। তাঁর দাবি, এই জলপথটি ইন্টারন্যাশনাল প্রটোকল রোড হিসেবে ঘোষিত হলে রাজ্যের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটবে। এছাড়াও বাংলাদেশের চিটাগাং বন্দরকে খুলে দেওয়ার জন্য দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করবেন। এতে ত্রিপুরা-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিও অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে। তবে ত্রিপুরার অর্থনীতি সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে।

তিনি বলেন, সম্প্রতি নর্থ-ইস্ট কাউন্সিলের বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে দেশের শ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। রাজ্য সরকারও ত্রিপুরাকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে কাজ করছে।

শেষলগ্নে বেশ জমে উঠেছে পুজোর বাজার দুর্যোগ কাটিয়ে ব্যবসায়ীদের মুখে ফুটল হাসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। শারদ উৎসবে পঞ্চমীর রাতেই মাতোয়ারা হয়ে উঠলো রাজধানী আগরতলা শহর। কিছু সংখ্যক পুজো মন্ডপ দর্শনার্থীদের জন্য খোলে দেওয়া হয়েছে। আবার অনেক পুজো মন্ডপ দর্শনার্থীদের জন্য খোলে না দিলেও আলোকসজ্জায় ঝলমল করছে পুজামন্ডপ প্রাঙ্গণ। দর্শনার্থীরা আলোকসজ্জা ও মন্ডপসজ্জা দেখার জন্য সন্ধ্যা রাত থেকে ভীড় জমিয়েছেন পুজো মন্ডপগুলিছে। শেষ মুহুর্তে পুজার বাজারও বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে। কাপড়ের দোকান, শপিংমল, প্রসাধনী সামগ্রী, জুতা সহ অন্যান্য দোকানগুলিতে তিল ধারণের জায়গা নেই। ক্রেতাদের সমাগমে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি রীতিমতো জমজমাট। শহরের রাস্তাঘাট জনকোলাহলে অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে। যান বাহন তো দূরের কথা পায়ে হেঁটেও যাতায়াত করা কষ্টকর। এবছর পুজার বাজার শুরু থেকেই অনেকটা মুখথুবড়ে পড়েছিল। ব্যবসায়ীরা কপালে হাত দিয়ে দুশ্চিন্তায় প্রহর গুনছিলেন। শেষলগ্নে এসে ব্যবসায়ীদের মুখে হাসি ফুটেছে। শপিংমলগুলি জনকোলাহলে রীতিমতো আপ্লুত। হকার্স মার্কেট সহ অন্যান্য মার্কেটেও বেচাকেনা বেশ জমে উঠেছে। সকাল থেকে শহরও শহরতলীর মানুষজন পুজোর জামা কাপড় কেনাকাটা করতে দোকানগুলিতে ভীড় করতে শুরু করেন। দুপুরে প্রচন্ড গরমেও ক্রেতাদের কোনো খামতি পরিলক্ষিত হয়নি। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতেই ভীড় ক্রমশ বাড়তে থাকে। ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে ট্রাফিক পুলিশ রীতিমতো হিমশিম খেতে বাধ্য হয়েছে। সবকটি রাস্তাই যানবাহন ও মানুষের প্রচন্ড ভীড়ে আটকে পড়ে। এর ফলে জরুরি কাজে এবং এমনকি স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী সহ অসুস্থ লোকজনরাও ট্রাফিক জ্যামে কবলে পড়ে হিমশিম খেতে বাধ্য হয়েছে। শুক্রবার মহাষষ্ঠী। এদিন পুজোর বাজারে ভীড় আরো বাড়ার সম্ভাবনাই প্রবল। ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদের সবরকমের চাহিদা পূরণের জন্য প্রস্তুত রয়েছেন। শুধু রাজধানী আগরতলা শহরের ক্রেতারাই নয়, জেলা ও মহকুমা এলাকার মানুষজনও শহরের শপিংমলগুলিতে কেনাকাটা করতে প্রতিনিয়ত ভীড় জমাচ্ছেন। তাতে দুশ্চিন্তার কালো কাটিয়ে ব্যবসায়ীরা বেশ উৎফুল্ল।

তিন মদ্যপ ও জোয়ারি আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ অক্টোবর ।। আসন্ন দুর্গাপুজোয় শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার্থে পুলিশি অভিযান জারি রয়েছে। তেলিয়ামুড়া থানার ওসি স্বপন দেববর্মার নেতৃত্বে পুলিশ বৃহস্পতিবার সকালে অবৈধ মদ ও তীর জুয়ার বিরুদ্ধে অভিযানে নামে। রাঙ্খল বাজার থেকে তীর খেলার সময় ৩জন, সন্ধ্যায় শান্তিরবাজার থেকে ঝান্ডিমুন্ডার ড্রাম সহ ২জনকে আটক করতে সক্ষম হয়। এরপর ইচারবিল থেকে ২০ লিটার দেশি অবৈধ মদ ও ৯ লিটার বিলেতি মদ আটক করে সাথে বিক্রেতা সহ। এদিকে শুক্রবার দুপুরে গৌরাঙ্গটিলা থেকে প্রায় ৩৫ হাজার টাকার বিলেতি মদ আটক করা হয়। সাথে এক ব্যক্তিকেউ আটক করা হয়। ওসি স্বপন দেববর্মা জানান যে পুজোতে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এই অভিযান জারি থাকবে।

চোরের তান্ডবে জুবুথুবু তেলিয়ামুড়াবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ অক্টোবর ।। শারদীয়া পুজোর প্রাক্কালে চুরির আতঙ্কে জুবুথুবু তেলিয়ামুড়াবাসীরা। বুধবার রাতে চুরির ঘটনা ঘটল তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ৯নং ওয়ার্ডের নেতাজি নগরস্থিত কাজল দেবের বাড়িতে। ওই সময় গৃহ স্বামী সহ তার পরিবারের লোকজনরা আগরতলায় ছিলেন। বৃহস্পতিবার কাজল দেব ও তার পরিবারের লোকজনরা আগরতলা থেকে নিজ বাড়িতে ফিরে প্রত্যক্ষ করেন ঘরের দরজার তালা ভাঙা। গৃহস্বামী ঘরে প্রবেশ করতেই দু'চোখ ছানাবড়া। এ ব্যাপারে গৃহস্বামী জানায় ৪ ভরি স্বর্ণ, নগদ অর্থ সহ অনান্য সামগ্রী নিয়ে যায় চোরের দল। থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করে দায়দায়িত্ব খালাস।

পাকিস্তানে যাবেন মনমোহন সিং

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর (হি.স.) : ঐতিহাসিক কর্তারপুর করিডর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে পাকিস্তানে যাবেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। ভারত থেকে কর্তারপুরে যাওয়া তীর্থযাত্রীদের প্রথম ব্যাচে থাকবেন তিনি। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরেন্দ্র সিং-এর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মনমোহন সিং।

কর্মসূচি অনুযায়ী মনমোহন সিং-এর সঙ্গে থাকবেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরেন্দ্র সিং, মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা উপদেষ্টা রভীন ঠাকরাল। ভারতের দিকে সুলতানপুর লোধিতে মূল অনুষ্ঠানেও উপস্থিত থাকবেন মনমোহন সিং। এদিন সকালে কর্তারপুর করিডরের উদ্বোধনে উপস্থিত থাকার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন অমরেন্দ্র সিং। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকও করেন তিনি। নভেম্বর গুরু নানকের ৫৫০ তম প্রকাশ পর্বের জন্য রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন।

পরে নিজের ট্যুইটবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী লেখেন গুরুদ্বার নানকা সাহেব যাওয়ার জন্য বিশেষ প্রতিনিধি দলকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। নগর কীর্তন করারও ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে আগামী ৯ নভেম্বর উদ্বোধন করে আনুষ্ঠানিক ভাবে খোলা হবে কর্তারপুর করিডর

বানারহাটে পথ দুর্ঘটনায় জখম পুলিশ আধিকারিক

নাগরাকাটা, ৩ অক্টোবর (হি. স.) : শিলিগুড়ি-আলিপুরদুয়ারগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে বানারহাট থানার অন্তর্গত ডায়না সড়ক সেতু সংলগ্ন এলাকায় রাজ্য সশস্ত্র পুলিশের এক আধিকারিকের গাড়ির সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষ। বৃহস্পতিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় আহত হন পুলিশ আধিকারিক বিশাল লেপচা এবং বাইকে থাকা উদ্দেশ কামি(২৭) ও সমির বিশ্বকর্মা(৩০)। দুর্ঘটনায় বাইকটিতে আগুন লেগে যায়।

ছয়ের পাতায় দেখুন

সিপাহীজলায় হাতির আক্রমণে গুরুতর আহত শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩ অক্টোবর।। বৃহস্পতিবার বিকালে সিপাহীজলা অভয়ারণ্যে মতি নামের হাতিকে খাবার দেওয়ার সময় এক শ্রমিককে আঘাত করে মারাত্মকভাবে জখম করেছে। ওই শ্রমিকের নাম মফিস মিয়া। বাড়ি যতনবাড়ি এলাকায়। অন্যান্য শ্রমিকরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। খবর দেওয়া হয় কিউরেটরের আধিকারিক ডি ডার্লংকে। তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে রক্তাক্ত মফিস মিয়াকে উদ্ধার করে সঙ্গে সঙ্গে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালের চিকিৎক মফিসের অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় জিবি হাসপাতালে রেফার করে দিয়েছে।

জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো চারজন শ্রমিক মিলে মতি নামের হাতিকে খাবার দিতে গেলে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে মতি শুঁড় দিয়ে মফিস মিয়াকে আঘাত করে ফেলে দেয় এবং মতির দাঁত দিয়ে মফিসের বুকের মাঝে চাপা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বমি শুরু হয়। মতির উত্তেজিত ভাব দেখে অন্য তিনজন পালিয়ে কোনও রকমে প্রাণে বাঁচেন। হাতি উত্তেজিত হয়ে শ্রমিকদের উপর হামলা চালানোর ঘটনা এর আগেও ঘটেছে। ইতিপূর্বে তিন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছিল। এদিকে, এদিনের ঘটনার পর মতি নামের হাতিটি পালিয়ে অভয়ারণ্যের কোন এক অজ্ঞাত স্থানে চলে গিয়েছে। তাকে খোঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

উচ্চ আদালতেও নিরাশ চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা, আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্তই বহাল থাকবে অ্যাডহকের মেয়াদ

আগরতলা, ৩ অক্টোবর (হি.স.) : উচ্চ আদালতেও নিরাশ হয়ে ফিরলেন ১০,৩২৩ চাকরিচ্যুত শিক্ষক। তাঁরা ২০২০ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত অ্যাডহক শিক্ষক হিসেবেই নিযুক্ত থাকবেন। এর পর তাঁদের চাকরি থাকবে না। বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের রায়ে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের জীবনে অন্ধকার নেমে আসবে, তা নিশ্চিত হয়ে গেছে।

পাঁচ বছর ধরে ওই শিক্ষকদের নিয়ে টানাপোড়েন চলছে। ২০১৪ সালে ত্রিপুরা হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি দীপক গুপ্তা শিক্ষক নিয়োগে প্রক্রিয়া বাতিল করে দিয়েছিলেন। কারণ, চাকরিতে বঞ্চনা করা হয়েছে, এই অভিযোগ এনে শিক্ষক নিয়োগে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে উচ্চ আদালতে জনৈক তন্ময় নাথ ও অন্যান্যরা মামলা করেছিলেন। ওই মামলায় উচ্চ আদালত অস্নাতক, স্নাতক এবং স্নাকোত্তর শিক্ষক নিয়োগে ১০,৩২৩ শিক্ষকের চাকরি বাতিল করেছিল। নিয়োগ নীতিতে গলদ রয়েছে, এই কথা বলে আদালত নতুন নিয়োগ নীতি প্রণয়নের নির্দেশ দিয়েছিল।

এর পর ত্রিপুরা সরকার ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছিল। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায়ই বহাল রাখে। তবে, ত্রিপুরা সরকারের আবেদনে ২০২০ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত তাদের অ্যাডহক ভিত্তিতে চাকরিতে বহাল রাখার সুযোগ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। সাথে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে আর কোনও আবেদন করা যাবে না।

এরই মধ্যে চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা সুপ্রিমকোর্টের দ্বারস্থ হন। কিন্তু সুপ্রিমকোর্ট তাঁদের আবেদন শুনতে রাজি হয়নি। মূলত, ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায়ের অনুচ্ছেদ ১২৬ নিয়ে যাঁরা মামলায় পক্ষভুক্ত হয়েছেন কেবলমাত্র তাঁদের চাকরি বাতিল হয়েছে, বাকিদের চাকরি সুরক্ষিত রয়েছে, এ-বিষয়ে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের একাংশ মামলা করেন। কিন্তু সুপ্রিমকোর্ট তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়ায় তাঁরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। কিন্তু দীর্ঘ শুনানি শেষে আজ ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের মুখ্য বিচারপতি এবং বিচারপতি অরিন্দম লোধের ডিভিশন বেঞ্চ সুপ্রিম কোর্টের রায় বহাল রাখে এবং তাঁদের আবেদন খারিজ করে দেয়। শুধু তা-ই নয়, ত্রিপুরা সরকার সুপ্রিম কোর্টের আদেশ পালনে বাধ্য সে-কথাও বেঞ্চ মনে করিয়ে দিয়েছে।

এ-বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি রয়েছে। তাই, তাঁদের জন্য আইন মেনে কিছু করা যায় কিনা সেই চেষ্টা চলছে। তবে, ওই কাজ খুব কঠিন। ফলে, তাঁদের জন্য কিছু করা কতটা সম্ভব হবে তা বলা মুশকিল। তাঁর দাবি, ত্রিপুরা সরকার তাঁদের জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছে।

কর্তারপুর করিডর উদ্বোধনে পাকিস্তান যাত্রা করলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর (হি.স.) : ঐতিহাসিক কর্তারপুর করিডর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে পাকিস্তান যাত্রা করলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। ভারত থেকে কর্তারপুরে যাওয়া তীর্থযাত্রীদের প্রথম ব্যাচে ছিলেন তিনি। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরেন্দ্র সিং-এর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মনমোহন সিং। গত কয়েকদিন ধরে গুরুনানকের জন্মদিনে করতারপুরে মনমোহন সিং যাবেন কিনা তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল।

কর্মসূচি অনুযায়ী মনমোহন সিং-এর সঙ্গে থাকবেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরেন্দ্র সিং, মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা উপদেষ্টা রভীন ঠাকরাল। ভারতের দিকে সুলতানপুর লোধিতে মূল অনুষ্ঠানেও উপস্থিত থাকবেন মনমোহন সিং। এদিন সকালে কর্তারপুর করিডরের উদ্বোধনে উপস্থিত থাকার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন অমরেন্দ্র সিং। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকও করেন তিনি। নভেম্বর গুরু নানকের ৫৫০ তম প্রকাশ পর্বের জন্য রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

পরে নিজের ট্যুইটবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী লেখেন গুরুদ্বার নানকা সাহেব যাওয়ার জন্য বিশেষ প্রতিনিধি দলকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। নগর কীর্তন করারও ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে আগামী ৯ নভেম্বর উদ্বোধন করে আনুষ্ঠানিক ভাবে খোলা হবে কর্তারপুর করিডর।

চাকা বন্ধের কবলে অসম, সিটিবাসের অভাবে গুয়াহাটিতে দুর্ভোগ চরমে

গুয়াহাটি, ৩ অক্টোবর (হি.স.) : পেট্রোপণ্য, যন্ত্রাংশ, বিমা-সহ আনুষঙ্গিক সব দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে যাত্রীভাড়া বাড়ানোর দাবিতে সারা অসম মোটর পরিবহণ সংস্থা আহূত ২৪ ঘণ্টার চাক্কা বন্ধের কবলে পড়ে রাজধানী গুয়াহাটি-সহ গোটা রাজ্যের নাগরিককুল চরম দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন। ভাড়া বাড়ানোর জন্য সরকারের কাছে বার বার দাবি জানানো হচ্ছিল। কিন্তু সরকার তাদের দাবির প্রতি কোনও গুরুত্ব না দেওয়ায় পূর্ব ঘোষিত সূচি অনুযায়ী আজ ৩ অক্টোবর ভোর পাঁচটা থেকে আগামীকাল ৪ অক্টোবর ভোর পাঁচটা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টার চাক্কা বন্ধ কর্মসূচি পালন করছে সংস্থা।

সারা অসম মোটর পরিবহণ সংস্থা আহূত ২৪ ঘণ্টার চাক্কা বন্ধের প্রভাবে গোটা অসম প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। রাস্তায় চলাচল করছে না কোনও বাণিজ্যিক যাত্রীবাহী বাস। গুয়াহাটির রাজপথেও চলেনি সিটিবাস। ফলে নিত্যযাত্রীদের আজ গোটা দিন চরম দুর্ভোগে পোহাতে হয়েছে। বিশেষ করে গুয়াহাটি মহানগরীতে সকালে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী থেকে অফিস-কাছারির কর্মচারীরা ঘণ্টার ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাজপথে অপেক্ষা করে সিটিবাস পাননি। উপায়ান্তর হয়ে মাত্রাতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে অটো রিকশো, প্যাডেল রিকশো করে নিজের নিজের গন্তব্যস্থলে যাতায়াত করতে বাধ্য হন। অনেকে পায়ে হেঁটে তাঁদের গন্তব্যে ছুটে যান।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।